ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন সিরিজ-২

আলকুরআনে ইসলামী দাওয়াহ ও সংগঠন

Islamic Dawah & Organization in the light of Holy Quran

মো. আবু তাহের

দাওরা (হাদীস), দাওরা আত্ তাদরীবিয়্যাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা
ডিপ্লোমা, উচ্চতর আরবী সাহিত্য, কামিল (ফিক্হ) বি.এ.অনার্স (হাদীস) , এম.এ. (হাদীস)
পি-এইচ.ডি (গবেষক) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

প্রকাশনায়

এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)

পশ্চিম সুবিদবাজার, লাভলী রোডের মোড়, সিলেট।

আল কুরআনে ইসলামী দাওয়াহ ও সংগঠন

মাওলানা মো. আবু তাহের
দাওরা (হাদীস), দাওরা আত্ তাদরীবিয়্যাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা
ডিপ্লোমা. উচ্চতর আরবী সাহিত্য, কামিল (ফিক্হ) বি.এ.অনার্স (হাদীস), এম.এ. (হাদীস)
পিএইচ.ডি. (গবেষক) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া
দাঈ; সৌদী দূতাবাস,বাংলাদেশ অফিস

মোবাইল: ০১৯১৪ ৯৪০ ৫৫৬
ইমেইল: taher_quran@yahoo.com

www.waytojannah.com

আল কুরআনে ইসলামী দাওয়াহ ও সংগঠন

(এডুকেশন সেন্টার সিলেট কর্তৃক ১৭ই মে ২০১১খ্রি. জেলা শিল্পকলা একাডেমী অডিটোরিয়াম সিলেটে আয়োজিত এক দিনব্যাপী সেমিনারে বিশিষ্ট লেখক,অনুবাদক ও গবেষক মাওলানা মো. আবু তাহের এর প্রদত্ত ভাষণ)

প্রকাশক

আব্দুছ ছবুর চৌধুরী
কো-অর্ডিনেটর
এডুকেশন সেন্টার সিলেট
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোড মোড, সিলেট।

১ম প্রকাশ: ১৭ই মে ২০১১খ্রি.

মূল্য: ৩০/=

প্রকাশ সংখ্যা: ২০০০(দুই হাজার)

মুদ্রণ: এডুকেশন সেন্টার সিলেট

الدعوة الإسلامية و التنظيم في القران

فضيلة الشيخ محمد أبو طاهر
باحث الدكتوراة.الجامعة الإسلامية الحكومية' بنغلاديش
الداعية: الملحق الديني لسفارة المملكة العربية السعودية' مكتب بنغلاديش.
أستاذ: قسم الدرسات الإسلامية'كلية حومار باري' غيبنده' بنغلاديش.

www.waytojannah.com

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শুরু কথা	৪
আদ দাওয়াহ পরিচিতি	৪
দাওয়াতের উদ্দেশ্য	৫
দাওয়াতের লক্ষ্য	৫
খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র লাভের পূর্বশর্ত	৮
দওয়াতের ক্ষেত্রসমূহ	৯
দাওয়াতের মূলনীতি	১০
১ম মূলনীতি: দাওয়াতের বিষয়বস্তু	১০
২য় মূলনীতি:দাঈ বা আহ্বান কারী	১০
৩য় মূলনীতি:মাদ'উ - আহ্বানকৃত ব্যক্তিগন	১৭
৪র্থ মূলনীতি:দাওয়াত দানের পদ্ধতি সমূহ	১৮
৫ম মূলনীতি:দাওয়াতের মাধ্যমাবলী	২৭
ইসলামী সংগঠন	৩৪
ইসলামী সংগঠন এর শর্তাবলী	৪০
ইসলামী সংগঠন বাতিল হওয়ার কারণাবলী	৪১
ইসলামী দাওয়াহ ও ইসলামী সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য	৪২
ব্যক্তিগত দাওয়াত ও সাংগঠনিক দাওয়াত এর পর্যালোচনা	৪২
উপসংহার	৪৮

শুরু কথা:

ইসলামী দাওয়াহ একটি ইবাদত। এটি দ্বীন প্রতিষ্ঠার চিরন্তন রূপ রেখা হলো ইসলামী দাওয়াহ। প্রতিটি নবীই ইসলামী দাওয়াহ এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহামহীম আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধি-ব্যবস্থাই দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই (বিধি ব্যবস্থাই) তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে দিলাম যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে– তা এই যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি করো না, ব্যাপারটি মুশরিকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যার দিকে তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁর পথে বেছে নেন, আর তিনি তাঁর পথে পরিচালিত করেন তাকে, যে তাঁর অভিমুখী হয়।[১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তিনটি বিষয় পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

১. দ্বীন আল্লাহ প্রদত্ত বিধান

২. দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট রাসুলদের পথ ও পদ্ধতি। আর তা হলো ইসলামী দাওয়াহ।

আমরা ইসলামী দাওয়াহ পরিচিতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বিষয়, দাঈ, দাওয়াতকৃত ব্যক্তি, পদ্ধতি ও মাধ্যমাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আদ দাওয়াহ এর আভিধানিক অর্থ: معنى الدعوة لغة

আদ দা'ওয়াহ শব্দটি 'আরবী। আভিধানিক অর্থ আহবান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা, ইত্যাদি।[২] দা'ওয়াতের আর একটি অর্থ হলো কাউকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করা।

আদ দাওয়াহ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: معنى الدعوة اصطلاحا

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালূশ ইসলামী দাওয়াতের সংজ্ঞায় বলেন,

الدعوة الي الاسلام تعني المحاولة العملية او القولية لامالة الناس اليه

মানব জাতিকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার অপর নাম দাওয়াহ।[৩]

---

১. আলকুরআন, আশ-শুরা, আয়াত ঃ ১৩।

২. ইবন মানযুর আল ইফ্রীকী, লিসানুল আরব (বৈরুত: দার বৈরুত লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি ১৯৫৬, ১৪ খ) পৃঃ ২৫৮; মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আযহারী, বাংলা একাডেমী 'আরবী-বাংলা অভিধানিক (ঢাকা: ১৯৮৩ ইং ২য় খন্ড, পৃ. ১৩০০।

উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দাওয়াহ এর দুটি জিনিস পাওয়া যায়। যথা: বাচনিক ও কার্যগত ।

বাচনিক যেমন আলাপ আলোচনা, ওয়ায নসীহত, কথোপকথন, বক্তৃতা, দার্‌স প্রভৃতি। আর কার্যগত যথা, দাঈ কর্তৃক চারিত্রিক তথা সমাজ সেবামূলক সংগঠন লেখালেখি ইত্যাদি। এ গুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্যকে পৌছানো বা অনুপ্রাণিত করানো হল দাওয়াহ।

ড. রউফ শালাবী বলেন, দাওয়াহ হল সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যার দ্বারা মানব সমাজকে কুফুরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায় অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের প্রশান্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। মোট কথা মানুষের ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলামের কর্তৃক আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের শরীঅত সম্মত সকল কর্ম তৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ।

দাওয়াতের উদ্দেশ্য: (غاية الدعوة)

দাওয়াতসহ যাবতীয় দ্বীনী কাজ ও ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আল্লাহ বলেন, – قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বলুন! আমার ছালাত আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্বের রব-সার্বভৌম আল্লাহর জন্যে[৪]।

দাওয়াতের লক্ষ্য: (أهداف الدعوة)

দাওয়াতের প্রধানত লক্ষ্য হলো চারটি। যথাঃ[৫]।

১. দাঈর দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট নিজের জবাবদিহিতা প্রস্তুত করণ:

আল্লাহ বলেন,

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঐ জনবসতি সম্পর্কে যা সমুদ্রের উপকূলে বিদ্যমান ছিল। তারা শনিবারের সীমালঙ্ঘন করেছিল। শনিবার পালনের দিন মাছগুলো

---

৩. ডঃ আহমদ গালুশ, আদ্ দাওয়াতুল ইসলামিয়া (কায়রোঃ দারুল কিতাবিল মিসরী ১৯৭৮) পৃঃ ৯।
৪. আনআম, ১৬২।
৫. বকর বিন আবদিল্লাহ আবু যায়েদ, হুকমুল ইনতিমায়ি ইলাল ফিরাক্বিওয়াল আহযাবি ওয়াল জামাআতিল ইসলামীয়্যাহ (রিয়াদঃ দারুল্বনিল আওজী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১০ হিঃ) পৃঃ ১৫৬।

www.waytojannah.com

প্রকাশ্যতঃ তাদের নিকটে আসত। আর যেদিন শনিবারের অনুষ্ঠান থাকত না সেদিন সেগুলো আসত না। এটা হত এজন্য যে, তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকার কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- 'তোমরা এমন লোকদেরকে কেন নাসীহাত করছ যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন'। নাসীহাতকারীগণ বলেছিলেন, 'তোমাদের রবের নিকট জবাবদিহিতা জন্য আর তারা যাতে তাক্বওয়া অবলম্বন করে।[৬]

২. দাওয়াত গ্রহণে হঠকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রস্তুত করণ:

আল্লাহ বলেন,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

রসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী যাতে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অযুহাতের সুযোগ না থাকে। আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।[৭]

৩. ঈমান ও আমলে মহাশক্তিশালী খাঁটি মুসলিম তৈয়ার করণ:

আল্লাহ বলেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى . أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى . أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى .فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى . وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى . وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى .وَهُوَ يَخْشَى . فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.

(নাবী) মুখ ভার করল আর মুখ ঘুরিয়ে নিল। (কারণ সে যখন কুরায়শ সরদারদের সাথে আলোচনায় রত ছিল তখন) তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি আসল। (হে নাবী!) তুমি কি জান, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে লাগত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তার প্রতি তুমি মনোযোগ দিচ্ছ। সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে লোক তোমার কাছে ছুটে আসল। আর সে ভয়ও করে, তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে।[৮]

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৯]

---

৬. আলআরাফ১৬৩-১৬৪।
৭. নিসা ১৬৫।
৮. আবাসা ঃ ১-১০।
৯. বাকারাহ ঃ ২০৮।

www.waytojannah.com

৪. আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করণঃ

আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফাত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফাত দান করেছিলেন এবং তিনি তাদের দ্বীনকে অবশ্যই কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তিত করে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে আমার শারীক করবে না। এরপরও যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তারাই বিদ্রোহী, অন্যায়কারী।[১০]

শাইখ আবদুল আযীয বীন বায দাওয়াতের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, "মানব গোষ্ঠিকে জুলমাত তথা গোমরাহীর অন্ধকার হতে সত্যের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসা এবং হক্বের দিকে পথ প্রদর্শন করা যাতে তারা হক গ্রহণ করতে পারে এবং জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পায় এবং আল্লাহর গজব থেকে রেহায় পায়। আর কাফিরদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে আলো ও হিদায়াতের এর দিকে, জাহিলদেরকে মুর্খতার-অন্ধকার থেকে ইলমের আলোক বর্তিকার দিকে, পাপীকে পাপের অন্ধকার থেকে আনুগত্যের আলোর দিকে বের করা[১১]।

দাওয়াত এর লক্ষ্য সমূহ কিভাবে অর্জন সম্ভবঃ

দাওয়াত এর উপরোক্ত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে মুসলিম দাঈ, দার্শনিক ও মনীষী এবং আধুনিক সংগঠকগণ বিবিধ দিক নির্দেশনা জাতিকে দিয়েছেন। এতে কেউ প্রকৃত হক ধরতে, কেই হকের কাছাকাছি, কেউ হক হতে বহু উর্ধে, কেউ খুবই নিচে, আবার কেউ ইসলামে এর হক ব্যবস্থা খুজেই পাননি।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ যে,

উপরোক্ত লক্ষ্য সমূহ দুইটি দিক থেকে অর্জিত হয়।

(১) দাঈর প্রচেষ্টা ও (২) আল্লাহর ইচ্ছা।

দাঈর প্রচেষ্টাঃ

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথেই দুইটি লক্ষ্য অর্জিত হবে।

---

১০. আন নুর ৫৫।

১১. শাইখ আবদুল আযীয বিন বায ফাযলুল দাওয়াহ ইল্লাহ ওয়া হকমহা ওয়া আখলাকুল কায়িমীনা বিহা (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭) পৃঃ ৩২।

(ক) দাঈর দায়িত্ব পালনের মধ্যে আল্লাহর নিকট স্বীয় জবাবদিহীতা প্রস্তুত হয়। যেমনঃ বনি ইসরাঈল এর শনিবারে মাছ ধরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী দাঈরা বলেছিলেন।

قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

তোমাদের রবের নিকট জবাবদিহীতার জন্যে আর যাতে ওরা তাকওয়া অর্জন করতে পারে[১২]।

(খ) আল্লাহ নিকট দলীল কায়েম করা। যদি দাওয়াতকৃত ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণে হঠকারীতা করতে চায়, তা কোন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ বা কোন পাপী মুসলিমের পাপ বর্জনের বিষয়ে হোক। এতে দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ নিকট দলীল কায়েম করা অর্জিত হবে। যাতে তারা তাদের নিকট দাওয়াত পৌছেনি এ মর্মে কিয়ামতের দিন কোন অযুহাত পেশ করতে না পারে। আল্লাহ রাসুলদের প্রেরনের কারণ উল্লেখ্য পূর্বক বলেন ঃ

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদবাহী ও সর্তককারী হিসাবে, যাতে রাসূল আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের আর কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় [১৩]।

আল্লাহর ইচ্ছাঃ

দাঈ যথার্থ দাওয়াত প্রদান করলেই দায়িত্ব মুক্ত হবে। দাওয়াতকৃত ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করা ও না করা আল্লাহর ইচ্ছা। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ -

হে নবী ওদের হিদায়াত দান করার কাজ আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করেন[১৪]।

আর যারা আল্লাহর ইচ্ছায় হেদায়াত প্রাপ্ত বা পাপাচার নিবৃত হবে তাদের মাঝে খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র দান করা ও আল্লাহর ইচ্ছা।

আর পৃথিবীতে এই রহমত অর্জনের জন্যে দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণীয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র লাভের পূর্বশর্তঃ

মুসলিমদের খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র লাভের পূর্বশর্ত হলো দাওয়াত গ্রহণকৃত মুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও বাহির উভয় বিভাগে মহাশক্তিশালী খাঁটি মুসলিম তৈরী করা। যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে যে

---

১২. আল আরাফ ১৬৪।
১৩. নিসা ১৬৫।
১৪. বাকারাহ ২৭২।

কোন সময় যে কোন মোকাবেলায় স্বীয় জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। আল কুরআনের পরিভাষায় এ মহান শক্তি দুটি হল ঃ

(ক) নির্ভেজাল ঈমান ও (খ) ছহীহ আমল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

তোমাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ এই ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনের উপর খেলাফত দান করবেন, যেমন ভাবে পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলেন এবং তাঁর মনোনীত দ্বীনকে তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপত্তা দান করবেন। যারা কেবল আমারই আনুগত্য করবে। আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। এর পর ও যারা অবিশ্বাস করবে, তারা তো ফাসিক[১৫]।

সম্ভবত খেলাফায়ে রাশেদার পর ঈমান ও আমলে ছলেহ এর যে শর্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এমন মুসলিম গোষ্ঠি তৈয়ার হয়নি। ফলে আল্লাহর সাহায্যে ও আসেনি। আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় আধুনিক ইসলামী দল গুলো যারা খেলাফত কায়েম নিয়ে সব সময় ব্যস্ত তাদের কিন্তু উপরোক্ত শর্ত দুটি পূরনের প্রতি অধিকাংশেরই খেয়াল কম। এদের অধিকাংশই আক্বীদা ঈমানের দিক থেকে উদাসীন ও আমলের দিক থেকে বেখেয়াল। তাই এক সমীক্ষায় দুঃখ করে শায়খ আল্লামা আবদুর রহমান কুয়েতী লেখেছেন, এ শাসনের কল্পনা করেন, তবে তা কিন্তু উছমানের খেলাফত কিংবা উমাইয়া বা আব্বাসীয় খেলাফত নয় বরং আবু বকর ও ওমারের খেলাফত্ব কল্পনা করেন। অথচ ঐ সব ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের চরিত্রে আমলে, ব্যবহার ও ইলমের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যাবে না, যা তাদেরকে এই ধরনের ইসলামী সমাজের নেতা হওয়া দূরের কথা একজন সদস্য হওয়ার ও যোগ্য বানাতে পারবে না। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, কৃপনতা, ভীতি, একনায়কত্ব, বিপরীত মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, বাতিল বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা প্রভৃতি ব্যাধি সমূহ ঐসব অতি উৎসাহী নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। এগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা ব্যাধি। এর চাইতে আরও বড় ধরনের রোগ সমূহ রয়েছে, যে সবের উল্লেখ এখানে রুচী বিরোধ হবে।[১৬]

দাওয়াত এর ক্ষেত্র সমূহঃ

১. ব্যক্তিগত সম্প্রীতি স্থাপন ও বন্ধুকে দাওয়াত দেওয়া।

---

১৫. নূর ৫৫।

১৬: আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, অনুঃ ড. প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি (ঢকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য) সংরক্ষণ সংস্থা, ১৯৯৭ ইং) পৃঃ ৪৪।

www.waytojannah.com

২. গুরুত্বপূর্ণ স্থান যথা: মসজিদ, জনসংযোগ স্থান সমূহ যেমন: হজ্জ, সেমিনার, ভোজ অনুষ্ঠান, বাজার, দোকান ইত্যাদি ।

৩. বিদ্যাপীঠ যথাঃ ইনষ্টিটিউট, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ।

৪. যানবাহন যথাঃ বাস, রেলগাড়ী, ষ্টিমার, নৌকা, প্লেন ইত্যাদি ।

৫. কর্মস্থল ও রাস্তা যথা অফিস আদালত, গার্মেন্টস, বিশেষ বিশেষ রাস্তা ।

৬. হাসপাতাল, কারাগার ।

৭. পাপাচার কেন্দ্রসমূহ যথাঃ পতিতালয়, সিনেমা, যাত্রার প্যানডেল, সার্কাস ইত্যাদি ।

দাওয়াতের মূলনীতি

দাওয়াতের মূলনীতি পাঁচটি । যথাঃ

(১) মাউদ্বুউদ দাওয়াহ বা দাওয়াতের বিষয়বস্তু

(২) দাঈ বা আহ্বান কারী

(৩) মাদ'উ বা আহ্বানকৃত ব্যক্তিগন

(৪) আসালীবুদ দাওয়াহ বা দাওয়াত দানের পদ্ধতি সমূহ ও

(৫) ওয়াসায়িলুদ দাওয়াদ বা দাওয়াতের মাধ্যমাবলী ।

প্রথম মূলনীতি: দাওয়াতের বিষয়বস্তু:

দাওয়াতের বিষয়বস্তু হলো ইসলাম । ইসলামের বিষয়ে মহামহিম আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কে কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহের অহী প্রদান করেছেন । আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম । বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, (সে জেনে নিক) নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর ।[১৭]

পুরা ইসলামের দাওয়াত মানুষের নিকটে পৌছে দেওয়াই হলো দাওয়াত এর বিষয়বস্তু । ইসলাম যেহেতু দাওয়াত এর আলোচ্য বিষয় তাই দাঈগন দাওয়াত দিবেন সার্বিক ইসলামের দিকে ।

দ্বিতীয় মূলনীতি: দাঈ

দাঈ হলো আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার বিষয়ে শারীয়ত কর্তৃক অবধারিত ব্যক্তি । আর তারা হলো প্রত্যেক জ্ঞানবান মুসলিম নর ও নারী[১৮] ।

প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি তার ইল্‌ম মোতাবেক দাওয়াতী কর্ম সম্পাদন করা শর্ত সাপেক্ষে ফরযে আইন । এটি নবী (আ.)-দের কর্ম । এই উম্মাতের প্রথম দাঈ ছিলেন মুহাম্মাদ (সা.) । এর পর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না । তাই উম্মাতে

১৭. ইমরান : ১৯ ।

১৮. উসূলুদ দাওয়াহ- ২৯৯ ।

www.waytojannah.com

মুহাম্মাদীর সকল নর-নারী এক একজন দাঈ ইলাল্লাহ। এ কাজে শুধুমাত্র আলিম সমাজকে দায়ী করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। সর্ব সময়ে সকল মুহূর্তে দাঈকে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে হবে।[১৯] আর এর পারিশ্রমিক দিবেন আল্লাহ।

আমি তার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে।[২০]

ইসলামে দাঈদের মর্যাদা অনেক বেশী।[২১] দাঈ এর দায়িত্ব যথোচিত পালন না হওয়াই মুসলিম জাতির অধঃপতনের কারণ।

শ্রেণী বিন্যাসঃ

সুক্ষজ্ঞান গভীর ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি একান্ত ভরসাশীলতার কমবেশীর ভিত্তিতে দাঈদের শ্রেণী বিন্যাস হয়ে থাকে[২২]।

দাঈদের চরিত্রঃ

দাঈকে ইসলামের সকল গ্রহনীয় গুনে সাধ্যমতে ভূষিত হতে হবে এবং যথোচিত বর্জনীয় গুনাবলী চিরতরে বর্জন করতে হবে। নিম্নে কিছু গুনাবলী পরিবেশিত হল।

সকল ইসলামী সংগঠনের মধ্যে মিল স্থাপনঃ

সকল ইসলামী সংগঠনের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা একজন দাঈর বিশেষ গুণ। হাদীসে এসেছে,

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নো'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন তুমি ঈমানদারকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। দেহের কোন একটি অঙ্গে যদি ব্যথা পায়, তবে শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাগরন ও জ্বরের মাধ্যমে তার অংশীদার হয়[২৩]।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

নো'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মুসলিমগণ এক অখন্ড ব্যক্তির মত। যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু ব্যথা হয়, তবে তার সর্বাঙ্গ ব্যথিত হয় আর যদি তার মাথা ব্যথা হয় তখন সর্বাঙ্গ ব্যথিত হয়। অর্থাৎ শরীরের যে কোন একটি

---

১৯. সূহ-৫-৫।
২০. আশ্-শু'আরা ঃ ১০৯।
২১. হা, মীম সাজদাহ ৩৩।
২২. উসূলুদ দাওয়াহ-৩১৪।
২৩. বুখারী ও মুসলিম, (তানবীরুল মিশকাত পৃঃ ৪৩১) হা/৪৭৩৪।

অঙ্গে ব্যথা হলে যেমন সর্বাঙ্গ ব্যথার কষ্ট উপলব্ধি করতে হয়, তদ্রূপ একজন মুমিনের অসুবিধা হলে সকল মুমিনকে তা উপলব্ধি করতে হবে[২৪]।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

আবু মুসা (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক মুমিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর বা ইমারতের মত যা একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় করে। এই বলিয়া রাসূল (সা.) এক হাতের অঙ্গুলগুলো অপর হাতের অঙ্গুলগুলোর মধ্যে প্রবেশ করালেন[২৫]।

ধীরস্থিতাঃ

হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রধান গোত্র পতিকে বললেন, তোমার মধ্যে দুটি চরিত্র এমন আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেন, (১) সহনশীলতা (২) চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা[২৬]।

عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ.

জারীর (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন। যাকে নম্রতা হতে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যেন সকল পূণ্য হতে বঞ্চিত করা হয়[২৭]।

রাগ না করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) এর কাছে আরজ করলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন, তিনি বললেন, তুমি রাগ করবে না। লোকটি কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞাস করলেন, রাসূল (সা.) ও প্রত্যেকবার বললেন, তুমি রাগ করো না[২৮]।

অহংকার বর্জন করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ

২৪. সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৮৬।
২৫. মুসলিম, (তানবীরুল মিশকাত পৃঃ ৪৩২) হা/৪৭৩৫।
২৬. বুখারী ও মুসলিম, (তাদের পৃঃ ৪৩৩) হা/৪৭৩৬।
২৭. মুসলিম, (মিশকাত দাখিল, হা/৪৮৩১)।
২৮. তদেব- হা/৪৮৪৬। পৃ ঃ ৫৭৯।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনে, "অহংকার আমার চাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি স্বরূপ, অতএব, যে ব্যক্তি এই দুয়ের কোন একটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইবে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব[২৯]।

অত্যাচারী না হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه منْ عرْضه أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ منْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دينَارٌ وَلَا درْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌ أُخذَ منْهُ بقَدْر مَظْلَمَته وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخذَ منْ سَيِّئَات صَاحبه فَحُملَ عَلَيْه.

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অপর মুসলিম ভাইয়ের অত্যাচার ঘটিত কোন হক যেমন, মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ের কোন প্রাপ্য থাকে তবে সে যেন ঐ দিনের পূর্বে তার কাছ হতে ক্ষমা করিয়ে নেয় যেদিন তার কাছে কোন টাকা পয়সা (দীনার বা দেরহাম) থাকিবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তবে তা দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। আর নেক আমল না থাকলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে[৩০]।

গালি গীবত ও আত্মসাত না করাঃ

أَنَّ رَسُولَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلسُ قَالُوا الْمُفْلسُ فينَا مَنْ لَا درْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلسَ منْ أُمَّتي يَأْتي يَوْمَ الْقيَامَة بصَلَاة وَصيَام وَزَكَاة وَيَأْتي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا منْ حَسَنَاته وَهَذَا منْ حَسَنَاته فَإِنْ فَنيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْه أُخذَ منْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْه ثُمَّ طُرحَ في النَّار.

রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবীগণ বললেন আমরা তো মনে করি আমাদের মধ্যে যার টাকা পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই সেই গরীব। রাসূল (সা.) বললেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে গরীব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে ছালাত,ছিয়াম ও যাকাত (আদায় করে)ঐ ইবাদতগুলি নিয়ে আসবে,কিন্তু সাথে সাথে ঐ লোকের বিরুদ্ধে একদল অভিযোগকারী আসবে, যাদের মধ্যে সে কাউকে ও গালি দিয়েছে, কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে প্রহার করেছে, তাদেরকে তার পূন্যগুলি দিয়ে দেওয়া হবে। যখন তার

২৯. ইবনু মাযাহ, হা/৪১৭৪। ছহীহ।
৩০. মুসলিম, (হা/৪৮৮১) পৃঃ ৬১৪।

www.waytojannah.com

পূন্য শেষ হয়ে যাবে। আর লোকদের হক তখন ও বাকী থাকবে, তখন পাওনাদারদের পাপ গুলি তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে[৩১]।

কথা মোতাবেক কাজ করাঃ

عن اشامة يَقُولُ يُجَاءُ بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই তার নাড়ীভূঁড়ি পেট হতে বের হয়ে পড়বে। সে নাড়ীভূঁড়িকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে, যে ভাবে গাধা আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে (বৃত্তকারে) ঘুরতে থাকে। এটা দেখে জাহান্নাম বাসীরা তার পার্শ্বে জামায়েত হবে এবং তারা বলবে, হে অমুক; তোমার কি খবর? তুমি না দুনিয়াতে আমাদেরকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করতে ও অন্যায় কাজ হতে বারন করতে? তখন সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা হতে বিরত থাকতাম না[৩২]।

কঠোর পন্থী না হওয়াঃ

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানদেরকে গালাগালি করা ফাসেকী এবং খুনাখুনি ও হত্যা করা কুফরী[৩৩]।

নম্র হওয়াঃ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ দয়া করেন না, যে মানুষের উপর দয়া করে না।[৩৪]

সকল মুসলিমকে ভালবাসাঃ

---

৩১. বুখারী, মিশকাত দাখিল, হা/৪৮৯৭ পৃঃ ৬৩১।
৩২. মুসলিম, তদেব, হা/৪৮৯৮ পৃঃ ৬৩২।
৩৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত দাখিল, হা/৪৯১০ পৃঃ ৬৪৯।
৩৪. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৯ম খন্ড, পৃঃ ৪১, সানাদ ছহীহ।

www.waytojannah.com

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ

আনাস রাঃ হতে বর্ণিত , নবী ছ: বলেছেন ,সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ (অর্থাৎ আল্লাহর কসম) । বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের মুসলিম ভাইদের কল্যানের জন্যে সেই জিনিস পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে[৩৫] ।

আল্লাহর জন্যই ভালবাসাঃ

দাঈর সকল কাজ আল্লাহর জন্যে হওয়া । হাদীসে এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, সেই লোকেরা কোথায় যারা আমার ইজ্জতের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসিত । আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় জায়গা দিব । আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই[৩৬] ।

দাঈর যাত্রার ক্রমবিন্যাসঃ

দাঈ কিভাবে দাওয়াত এর যাত্রা আরম্ভ করবে তা নিম্নে বর্ণিত হল[৩৭] ।

১মঃ কুরআন ও হাদীসকে মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করা । মুসলিমদের জামাআত ও তাদের খলিফার নিকট বাই'আত গ্রহণ করা । পাপাচার ব্যতীত তার কথা শুনা ও আনুগত্য করা, নবুওয়াতী পদ্ধতিতে দাওয়াত পরিবারের সদস্য মনে করে দাওয়াতের কাজ বাস্তবায়ন করা । তবে দাওয়াতের নাম, রীতি, প্রকৃতি ও ধরন এর বিরোধীতা করে নয় ।

২য়ঃ নিম্ন বর্ণিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে দাঈর পন্থা নির্ধারিত হবে । আর তাহলো নুবুওয়াতী পন্থা, অন্য কোন পন্থা নয় । কারণ আল্লাহর দিকে দাওয়াত হলো স্বভাবজাত ও সহজ । কুরআন ও হাদীছে তার উপকরণ সমূহ সুস্পষ্ট । বাহির থেকে কোন পন্থার প্রয়োজনীয়তার সুযোগ নেই । কারণ পদ্ধতি ও প্রকৃতির দিক থেকে নুবয়তী পন্থা সকল কাল ও স্থানে প্রযোজ্য ।

৩য়ঃ দাওয়াতের স্তর-ধাপ নবুওয়াতী পদ্ধতিতে হবেঃ

এ ক্ষেত্রে নিম্ন পদ্ধতি অনুসরনীয়

(১) ইবাদতের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদের উপর আমল করা ।

(২) কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা ।

(৩) আরকানুন ইসলাম, ঈমান, ব্যবহার, চরিত্র ও সামাজিক নীতি দ্বারা তাওহীদের অনুসরনের মাধ্যমে জাহিলিয়াতের অন্ধকার দুরীভূত করা ।

---

৩৫. বুখারী ও মুসলিম অধ্যায় হা/৩৬১ পৃঃ ১৫২ ।
৩৬. বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায় হা/৪৭২৮ পৃঃ ৪২৩ ।
৩৭. বাকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যাইদ, হুকমুল ইনতিমায়ি ইলাল ফিরাকি ওয়াল জামাআতিল ইসলামীয়াহ (অনুবাদ) পৃঃ ৬৪-১২৪ ।

www.waytojannah.com

(৪) শারঈ বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মুর্খতার অন্ধকার দূর করা। যথা:

(ক) বিশ্বাস ও দর্শন পরিশুদ্ধ করা

(খ) আমল পরিশুদ্ধ করা

(গ) বিজাতীয় রাষ্ট্র দর্শন ও ইসলামী ফির্কার ধ্বংসাত্মক পিচ্ছিল গলি থেকে স্বীয় আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করা।

(ঘ) এ মর্মে জাতীকে সতর্ক করা।

(৫) কুরআন এর ভাষা ও জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে দাওয়াতের প্রসার করা।

(৬) দাওয়াতী ফরজ আদায়ের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জাতিকে তৎপর করে তোলা।

(৭) দ্বীন কায়েমের দায়িত্বর প্রতি অটল থাকা। কারণ, দায়িত্ব হতে পশ্চাৎ বরণ দাঈর পাপ হবে।

(৮) যারা ভাবে রাষ্ট্র অথবা রাজনীতি হতে দ্বীন আলাদা, তাদের মাঝে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় দাওয়াত দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করা।

৪র্থ: নুবুয়াতী পদ্ধতির ভিত্তিতে দাওয়াত পৌছানোর মাধ্যম গ্রহণ।

৫ম: নুবুয়তী পদ্ধতির ভিত্তিতে দাওয়াতের সাংগঠনিক বন্ধন তৈরী করা। যেখানে থাকবে শুধু পারস্পারিক সৌহার্দ। হিংসা, ফিরকা বা দলাদলীর দোষাবলী থাকবে না।

৬ষ্ঠ: ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন প্রতীক এবং কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা সংগঠনে থাকবে না।

৭ম: কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত কোন বিশেষ পরিচিতি থাকবে না। জামাআতুল মুসলিমীন, আততায়িফাহ মানছূরা, ফিরকাতুন নাজিয়া, সালাফুস ছালিহ প্রমুখ নাম হতে পারে। সংস্কারমুখী দাওয়াতী সংগঠনের আলাদা কোন নাম ও রীতি হবে না। চাই তা আরব দ্বীপে, মিশরে, শামে, ভারত উপমহাদেশ ও বাগদাদ প্রমুখ দেশে হোক না কেন। তাদের দাওয়াত হবে কেবল মাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে।

৮ম: ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। এখানে কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণতা নেই। তাই পুরা ইসলাম বাস্তবায়ন ও সমগ্র মানব গোষ্ঠির লক্ষ্যে এ দাওয়াত হতে হবে।

৯ম: মুসলিমদের নেতৃত্ব প্রদানের ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব ও বৈপরিত্য ইসলামের ভিত্তিতে হবে ও ইসলামী বিধানাবলীর নীতিতে হবে। কোন অবস্থাতেই এই বন্ধন কোন বিদআতী নাম, অথবা ব্যক্তি অথবা দল অথবা বিদআত ও পাপের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

১০ম: ইসলামের স্তর তিনটি যথাঃ

(১) ইসলাম

(২) ঈমান

(৩) ইহসান।

১১তম: কেবল মাত্র একটি পথ ব্যতীত ইসলামের দিকে দাওয়াতের সকল পথ বন্ধ। আর তাহলো ছিরাতুল মুস্তাকীম তথা কুরআন ও হাদীছের পথ।

www.waytojannah.com

১২তমঃ নেতৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দের তৈরী পথে মানুষকে ডাকা যাবে না। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮) হি.) বলেন,

ليس لاحد ان ينصب للامة شخصا يدعو الي الطريقته ويوالي ويعادي عليها غيرالنبي صلي

নবী (সা.) ব্যতীত কোন ব্যক্তির জন্যে জায়িয নেই যে, সে উম্মতদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির সাথে এমন ভাবে সম্পৃক্ত হবে যে, সে তারই পথের দিকে দাওয়াত দেয় এবং তারই ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব ও বৈপরিত্য সৃষ্টি করে।

১৩তমঃ ইসলাম একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উপাস্য ও স্রষ্টা এক রব, রাসূল এক, কিবলা এক, হক একটি, হকের দিকে দাওয়াত ও একটিই এবং একটি উত্তম পথ আর মুসলিমগণ হল একটি মাত্র দল।

৩য় মূলনীতি ঃ মাদউ বা দাওয়াতকৃত ব্যক্তিঃ

মাদউ বা দাওয়াতকৃত ব্যক্তি হলো ঐ লোক যাকে ইসলামের দিকে আহবান করা হয়[৩৮]। দাওয়াহ বিজ্ঞানীগণ দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদেরকে প্রধানত ঃ চারটি শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন-

(ক) নেতৃত্ব পর্যায়ভুক্ত লোকঃ

একজন দাঈকে প্রথম টার্গেট করতে হবে সমাজের নেতৃত্ববান লোকদেরকে এবং তাদের নিকট দাওয়াত উপস্থাপন করতে হবে। আল কুরআন এ শ্রেণীর লোকদেরকে আল মালাউ বলে আখ্যায়িত করছে। এরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ـقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। সে বলল হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। তার সম্প্রদায়ের নেতারা বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্যে পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি[৩৯]।

(খ) সাধারণ জনগণঃ

নেতৃত্বে সমাসীন লোকদের চেয়ে সাধারণ জনগণ সর্ব সময়ে দাওয়াত বেশী গ্রহণ করেছে। তাই একজন দাঈকে সাধারণ জনগণের নিকটে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হাজির হতে হবে। এরশাদ হচ্ছে

وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ.

আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না[৪০]।

(গ) মুনাফিকের প্রতি দাওয়াত দেওয়াঃ

---

৩৮. মিশকাত, ছহীহ।
৩৯. আল আরাফ ৫৯-৬০।
৪০. হুদ- ২৮।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

আর যখন তাদের (মোনাফিক) কে বলা হয়। অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরা ও সেভাবে ঈমান-আন, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব অজ্ঞ লোকদের মত। মনে রেখো, প্রকৃত পক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না[৪১]।

(ঘ) পাপিষ্ট মুসলিমদেরঃ

অনেকে ধারনা করে থাকেন দাওয়াত হলো মুসলিমদের কর্তৃক কাফিরদের প্রতি। সুতরাং মুসলিম দেশে দাওয়াত চলবে না। অথচ তারা জানেন না এক মুসলিম অপর মুসলিমের প্রতি পরস্পর দাওয়াত জরুরী, কাউকে পাপ করতে দেখলে তাকে উক্ত কর্ম হতে নিবৃত্ত ও নিজের জন্যে জবাবদিহীতা প্রমানের জন্যে দাওয়াত দিতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা কঠিন আযাব দিতে চান? সে বলল, তোমাদের রব এর নিকট জবাবদিহিতার জন্যে এবং তারা যেন ভীত হয় এ জন্যে[৪২]।

৪র্থ মূলনীতিঃ দাওয়াত এর পদ্ধতিঃ

দাওয়াত এর হাকীকত হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়[৪৩]। তাতে কোন দার্শনিক এর দর্শন, কোন মনীষীর থিওরী ও কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই। চাই তা দাওয়াতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আলোচ্য বিষয়, পদ্ধতি হোক না কেন। তাতে শরীয়তের মূলভিত্তি থাকতেই হবে। রাসূল (সা.) বলেনঃ

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وفهو ردّ

আমার এই শরীয়তের মধ্যে যে এমন বিষয় নব্য আবিষ্কার করল যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য[৪৪]। দুঃখজনক হলে ও সত্য মুসলিম দাঈ ও সংগঠক বৃন্দ অনেকে তাদের দাওয়াতী কাজের পদ্ধতিতে এমন কিছু পন্থা গ্রহণ করছেন যার মূল ভিত্তি ইসলামে নেই। তাই এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আলোচনা জরুরী।

---

৪১. বাকারাহ ১৩।
৪২. আরাফ ১৬৪।
৪৩. বকর বিন আবুল্লাহ আবু যায়েদ, হুকুমুল ইনতিমায়ি ইলাল কিয়াহ পৃঃ ১৫৭।
৪৪. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, আল জামিউছ ছহীহ, মিশকাত, পৃঃ ২৭।

(এক) দাওয়াত এর পদ্ধতির মূল উৎস (দুই) দাওয়াতের পদ্ধতি

(এক) দাওয়াত এর পদ্ধতির মূল উৎস:

দাওয়াতের পদ্ধতির মূল উৎস্য হলো তিনটি। যথা:

(ক) আল কুরআন
(খ) ছহীহ হাদীছ
(গ) সালাফে ছলিহীনদের বুঝ

(ক) আল কুরআন:

দাওয়াত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়। এর সকল বিষয়ের মৌলিক তথ্য কুরআনে সু-প্রমানিত। সুতরাং স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে দাওয়াতের হাকীকত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন: وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

"আর তিনি আপনার প্রতি সুবিস্তারিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন"[৪৫]।

(খ) ছহীহ হাদীছ:

দাওয়াত এর পদ্ধতির দ্বিতীয় উৎস্য হলো গ্রহনীয় হাদীছ সমূহ বা ছহীহ হাদীছ। কারণ, পৃথিবীতে যত শিরক, বিদআত, কুসংস্কার, ফিরকাবন্দী সব কিছুর মূল হলো যঈফ ও জাল হাদীছের উপর আমল করা। যার কারণে মুসলিম মিল্লাত এক প্লাট ফরমে সমবেত হতে পারছে না। সকল ব্যক্তি, কর্মী, দাঈ ও সংগঠন ছহীহ হাদীছের কেন্দ্র মূলে সমবেত হলেই মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এতদুদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.), (৮০-১৫০হি.) সহ সকল ইমামগন বলেছেন, اذا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ.

হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হলেই সেটাই আমার মাযহাব[৪৬]।

(গ) ছালাফে ছালহীন এর বুঝ গ্রহণ করা:

দাঈ ও সকল দাওয়াহ কর্মী ও ইসলামী সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দকে সকল ক্ষেত্রে ছালফে ছালিহীন বা পূর্ব উত্তর সুরী মুসলিমদের বুঝকে গ্রহণ করতে হবে এবং দাওয়াহ এর পদ্ধতির ক্ষেত্রে তা পন্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারন করে, তার নিকট সরল সঠিক পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান[৪৭]। ইমাম মালিক বলেন, পূর্বের যুগের

৪৫. আনয়াম ১১৪।
৪৬. আল্লামা শারানী, কিতাবুল মিযান (দিল্লী ঃ ১ম খন্ড পৃঃ ৬৭)।
৪৭. নিসা ১১৫।

www.waytojannah.com

Contents

মানুষ যা দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল আজকের যুগের মানুষকে তা দ্বারাই সংশোধিত হতে হবে[৪৮]।

(দুই) দাওয়াতের পদ্ধতি:

মানব দেহ প্রধানত দুটি উপাদান দিয়ে গঠিত[৪৯]।

(ক) আল-জাসাদ বা দেহ

দেহের প্রকৃত উপাদান হলো মৃত্তিকা[৫০]। ও পরবর্তীতে সবেগে স্খলিত বীর্য[৫১]।

দেহ যেহেতু মানুষ, আল্লাহর ইবাদত করতে পারে[৫২]। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ভাইরাজে মানুষের এ দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে আর এ জন্যেই আল্লাহ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ডাক্তার সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ প্রতিটি রোগের চিকিৎসা অবতীর্ণ করেছেন[৫৩]।

(খ) রুহ-আত্মা বা প্রানশক্তি

এ উপাদানটি আল্লাহর একটি নির্দেশ মাত্র। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

তাঁরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে রুহ সম্পর্কে আপনি বলুন রুহ বা আত্মা হলো আমার রবের নির্দেশ[৫৪]। রুহ যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ তাই রুহের সুস্থতার জন্যে খাবার হলো আল্লাহর বানী অহী তথা আল্লাহ নির্দেশনবলী মেনে নেওয়া এবং তার নিষেধাবলী বর্জন করা এবং তার যিকির তথা স্মরন করা[৫৫]। অন্যথায় রুহ রোগাক্রান্ত ও বিপর্যয় হয়ে পড়ে। রাসুল (সা.) বলেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

জেনে রাখুন! দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস রয়েছে যখন তা ঠিক থাকে তখন সর্বাঙ্গ দেহ ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয় তখন সর্বাঙ্গ দেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখুন! আর তা হলো আত্মা[৫৬]।

আত্মা সাধারনত: দুই প্রকার[৫৭] যথাঃ

(১) পবিত্র আত্মা[৫৮]।

---

৪৮. মুহাম্মাদ সুলতান আল মাসুমী আল খাজাবী মাক্কী, মুসলিম কি চার মাযহাবের নির্দিষ্ট এক মাযহাব অনুসরণ করতে বাধ্য। অনুবাদ ঃ আবু তাহের বিন শায়খ আব্দুর রহমান (সিরাজগঞ্জ রুকাইয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০ ইং) পৃঃ ৫৭।
৪৯. শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আলবীহু আহকামিল জানাইযা (মুদ্রেতঃ আদাদারুস সালাফীয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিঃ) পৃঃ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৪১।
৫০. ইমরান, ৫৯, কাহাফ, ৩৭, হাজ্জ ৫, রুম-২০, ফাতির ১১ গাফির-৬৭।
৫১. আত্ব তারিক ৭।
৫২. ড. ছালিহ আল ফাওযান, কিতাবুত তাওহীদ (মুদ্রেত ঃ ইয়াহইয়াউত তুরাস) পৃঃ ৭।
৫৩. বুখারী, কিতাবুত ত্বীব, প্রথম হাদীছ।
৫৪. বানী ইসরাঈল-৮৫।
৫৫. ড. মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান, তাফসীরুল উশরিল আখীরী, শাইখ ঈদ ফাউন্ডেশন, (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২৩) পৃঃ ১২০।
৫৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৪১।
৫৭. আলবীহু আহকামিল জানাইযা, পৃঃ ৬৫।
৫৮. ড. আলী জীবীশা, আল যাযবুল ফিকরী (বৈরুত দারুল ওয়াফা, ১ম সংস্করণ) পৃ ৩৮০।

www.waytojannah.com

(২) খারাপ আত্মা।

আল্লাহর যিকিরে আত্মা সমূহ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আত্মতৃপ্তি পায়। ডাক্তার যেমন রোগীর দেহের চিকিৎসা করে থাকেন, দাঈগণ তেমনি মানব দেহের আত্মা সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

ডাক্তার ও দাঈ পেশাগত বিশেষ মিল রয়েছে। একজন শারীরিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। অপরজন আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। ডাক্তারের বহু শ্রেণী রয়েছে।

(ক) ডাক্তারী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ও

(খ) ডাক্তারী কিছু বই পড়ে হকার ডাক্তার।

হকার ডাক্তার আজ সর্বত্র দখল করে রেখেছে। তাদের জোড়ালো বক্তব্যে রোগীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। তেমনি, দাঈদের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ দাঈ ও হকার দাঈ রয়েছে। সমাজে আজ হকার দাঈ ও আলিম এর অভাব নেই। এরা ছহীহ, যঈফ, জাল বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী সবকিছু মিলিয়ে ট্যাবলেট করে রোগীদের উপর প্রয়োগ করে আরো রোগাক্রান্ত করছে। তাই সাবধানতার সাথে একজন যোগ্য দাঈকে দাওয়াতী চিকিৎসা করতে হবে। রোগীর প্রকৃত রোগ অনুসন্ধান করে সেখানে চিকিৎসা করতে হবে।

আজ সমগ্র পৃথিবী যেন বিশাল শয্যা বিশিষ্ট আত্মিক রোগীর হাসপাতালে পরিনত হয়েছে। আল্লাহ নিজে ও এদেরকে রোগী বলেছেন: এরশাদ হচ্ছে।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ তাদের আত্মা সমূহে রয়েছে রোগ।[৫৯]

সমাজের এ রোগীদের শ্রেণী মোতাবেক আমরা চিকিৎসার তিনটি বিভাগ করতে পারি।

(ক) দলীলসহ অজ্ঞতা দূরকরণ।

(খ) উত্তম উপদেশ

(গ) উত্তম পন্থায় বিতর্ক

বিভাগ তিনটির ব্যাখ্যা

(ক) দলীল সহ অজ্ঞতা দূরকরণ:

সমাজে অনেক মুসলিম ভাই রয়েছে। যারা দ্বীন না বুঝার ফলে জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছেন। আশা করা যায় তাদেরকে সঠিক ভাবে দ্বীন বুঝালে তারা খারাপ কাজ হতে ফিরে আসবেন। এ সব লোকদেরকে প্রথম বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। দাঈকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে দ্বীন কায়েমের দাওয়াত নিয়ে বহু মানুষ সমাজে নেমেছেন কিন্তু তাদের অনেকেই দ্বীন বুঝে না। সুকৌশলে তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন দ্বীন কায়েমের আন্দোলন অবশ্যই ভাল, তবে পূর্বশর্ত হলো বুঝার আন্দোলন করা। দ্বীন না বুঝার ফলে বিগত দিনে মানুষ বিভিন্ন দল ও উপ দলে বিভক্ত হয়েছে। যথা আক্বীদার ক্ষেত্রে দ্বীন না বুঝে মুসলিমগণ জাবরিয়া,

---

৫৯. বাক্বারাহ-১০।

www.waytojannah.com

মুরজিয়া, মুতাজিলা, আশারিয়া, মাতুরিদীয়াহ প্রমুখ[৬০] ফিরকায় বন্দি হয়ে গেছে। দ্বীন এর ফিকহী মাসায়িল ভুল বুঝে হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী, রাহভিয়্যা, আওযাইয়া, মানযারিয়্যাহ প্রমুখ[৬১] দলে বিভক্ত হয়েছে। দ্বীন এর রাজনৈতিক দর্শন ভুল বুঝে মুসলিম জাতি প্রথমে শিয়া ও খারিজী প্রধান দু দলে বিভক্ত হয়। তারপর শিয়ারা সাবাইয়া, গারাবিয়া, কায়সানিয়া, যায়দীয়াহ, ইসনা আশারিয়্যা ও ইমামিয়্যা ইসমায়ীলিয়্যাহ মোট ৩২টি উপদলে বিভক্ত হয়[৬২]। আর খরেজিরা আযরাকাহ, নাজদাহ, ছুফরীয়াহ, ইজারিদাহ, ইবাজিয়াহ, ইয়াজীদীয়াহ, মায়মুনীয়া প্রমুখ দলে বিভক্ত হয়[৬৩]। সুতরাং এ বিষয়ে দলীল তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীসের মাধ্যমে এসব অজ্ঞতা দূর করন একান্ত জরুরী।

(খ) উত্তম উপদেশ:

সমাজে আর এক ধরনের লোক পাওয়া যায় যারা হক বুঝেন এবং নিজের ভুল কোথায় কোথায় আছে তা তার নিকট সুস্পষ্ট, তার পর ও শৈথিল্যতা ও প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকতায় হক গ্রহনে ব্যর্থ হয়[৬৪]। যেমন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ইত্যাদি ফরজ জানার পরও আদায় করে না। মদ, সুদ, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী ও বিবিধ হারাম বিষয়াবলী যা ইসলাম হারাম করেছে তা বিশ্বাস করতঃ উক্ত পাপাচার সমূহের সাথে জড়িত থাকে। এই সব লোকের জন্যে উত্তম উপদেশ এর পন্থায় দাওয়াত দেওয়া জরুরী। উপদেশ দুই দিক থেকে হতে হবে।

(১) দাওয়াতকৃত পাপের বিষয়ে তারহীব:

দাওয়াতকৃত পাপের বিষয়ে তারহীব বা ভীতি প্রদর্শন[৬৫] করা। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আজাবের ভয় দেখানো।

(২) দাওয়াতকৃত পাপ বর্জনের বিষয়ে তারগীব:

দাওয়াতকৃত পাপ বর্জনের বিষয়ে তারগীব তথা পাপ বর্জনের ফলে সুখময় শান্তি জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান। আর দাঈকে অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে এ দাওয়াত তাদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। কারণ আল্লাহর বিধান একটি ভারি বস্তু[৬৬] আর এ ভারী বস্তু গ্রহণে তীব্র শীত এর সময়ে ও রাসূল (সা.) এর কপাল ঘর্মাক্ত হত। আল্লাহ বলেন,

وَ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

---

৬০. মুহাম্মাদ আহমাদ আবু যুহরাহ, আল মাযাহিবুল ইসলামি (মিসরঃ মাকতাবুল আদব) পৃঃ ১৩ ড. নাসিরউদ্দিন হামমাদ আল জুহনী তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা ঃ আলমাওসূ আতুল মুয়াসসারা ফীল আদয়্যান ওয়াল মাযাহিব ওয়াল আহযাবিল মুয়াছিরাহ (রিয়াদ ঃ দারুল নাদওয়াতুল আলিমীয়াহ, প্রথম খন্ড, প্রথম ১৪১৮ হিঃ পৃঃ ৫১-১১০।
৬১. প্রাগুক্ত।
৬২. আলমাযাহিবুল ইসলামীয়া পৃঃ ১৩।
৬৩. প্রাগুক্ত।
৬৪. ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ রিফায়ী সম্পাদিতঃ মুয়াজিআতুল ফিকহিল ওয়াকিস সিয়াসী ওয়াল ফিকরী পৃঃ ৪৪।
৬৫. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, আলজামিউস সহীহ, কিতাবুল ওহী।
৬৬. সহীহ মুসলিম হা/৫

www.waytojannah.com

আমি যদি এই কুরআন পাহাড়ের উপর আবতীর্ণ করতাম, তাহলে আপনি আবশ্য দেখতে পেতেন যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ন হয়ে গেছে[৬৭]। তাহলে দেখুন, পাপিষ্ঠ আত্মার পক্ষে তা বহন করা কতবড় ভারী বিষয়। এখন যদি দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি কঠিন ও ভারী পথ ধরা হয় তাহলে এই দুটি ভারী এক সাথে দাওয়াতকৃত পাপিষ্ঠ মুসলিম এর পক্ষে বহন করা সম্ভব না হয়ে হক থেকে পালায়ন করার সম্ভাবনা বেশী থাকবে[৬৮]। তাই তো এ ধরনের দাঈদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) বলেন, ان منكم منفرين।

তোমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যারা মানুষকে হক থেকে তাড়িয়ে দেয়[৬৯]।

(গ) উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক:

সমাজের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে সাধারনত: চারটিঅবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

(ক) আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন তথা নৈরাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদ, ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ, উপযোগবাদ, ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদ, উদারতাবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

(খ) ফিরকাবন্দীর শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদায় অনুপ্রবেশ, বিশেষ করে কাদিয়ানী ও খারিজীদের আক্বীদা ও রাষ্ট্রদর্শনের অপপ্রচার।

(গ) বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাব ও

(ঘ) মিশনারী এনজিওদের কার্যাবলী।

অমুসলিম মিশনারী ও এনজিওদের অপতৎপরতার লোনাপানি তাওহীদ ও সুন্নাহর সবুজ ক্ষেত্রে ও ঢুকে পড়েছে। ফলে, গোটা সমাজটাই হয়ে পড়েছে রুগ্ন, পন্ডুর ও বিবর্ণ। অনেক দাঈর বিশ্বাস মুসলিমদের ধর্মান্তর করণ অসম্ভব। তাদের ঈমানের বর্মভেদ করে মর্মস্পর্শ করা কোন বিজাতীয় রাষ্ট্রদর্শন, ফিরকাবন্দী আক্বীদা, বিজাতীয় সংস্কৃতি ও অমুসলিম মিশনারীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে এ ধারনা কতটা ভ্রান্ত। নিয়মিত যত্নের অভাবে মরচে ধরে বর্ম ইতোমধ্যেই ঝাঁজরা হয়ে গেছে। আর সেই ছিদ্রপথে ঢুকে পড়েছে ঈমান বিধ্বংসের বিষবাষ্প।

ফলে মুসলিম সমাজের এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বিজাতীয়দের এই চিন্তা যুদ্ধের শিকাড় হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিকৃত চিন্তায় নিমগ্ন। সমাজে রয়েছে কাফির ও মুশরিকদের বসবাস তথা খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, সাওতাল প্রমুখ।

সমাজের উপরোক্ত লোকদর নিকট উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত উপস্থাপন করতে হবে। দাওয়াতের কৌশলের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়ে তাদের মগজ হতে বিকৃতচিন্তা দূর করতে হবে। বাতিল ধর্মের অনুসারীদের নিকট শাশ্বত ইসলামের আদর্শ গ্রহনের জন্য তাদের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করতে হবে। আর এখানেই আল্লাহর নিম্নোক্ত বানীটি কতই না প্রণিধানযোগ্য।

---

৬৭. হাশর- ২১।
৬৮. শায়খ ইব্রাহিম খলিল হাশিমী, ছাকাহাতু মুশরিকাহ (ছাহাবাহ প্রকাশনী, ১ম সংকলন, ২০০০ ইং) পৃঃ ১৪৭।
৬৯. প্রাগুক্ত। হাদীছ ছহীহ।

www.waytojannah.com

Contents

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হও উত্তম পদ্ধতিতে[৭০]।

আল্লামা ইমাম ইবনে তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) (রহ.) বলেন সমাজে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত

(ক) হক সম্পর্কে অবহিত ও হকের অনুসারী: তাদের ক্ষেত্রে হিকমাহ প্রযোজ্য।

(খ) হক বুঝে কিন্তু মানে না তাদের ক্ষেত্রে উপদেশ ও

(গ) হক বুঝেনা তাদের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক[৭১]।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন (রহ.) বলেন, সমাজে দাওয়াতকৃত মানুষের অবস্থা তিন ধরনের হয়ে থাকে[৭২]।

(ক) হক গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতায় দ্বিধাগ্রস্ত। এক্ষেত্রে স্রেফ দাওয়াত বুঝিয়ে উপস্থাপনই তার নিকট যথেষ্ট।

(খ) হক গ্রহনের বিষয়ে শৈথিল্য। এ ক্ষেত্রে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তারগীব অর্থাৎ হক গ্রহনের উৎসাহ ও তারহীব তথা বাতিল গ্রহনের ভীতি ও ভয়াবহতা প্রদান করা।

(গ) হক গ্রহনে উপেক্ষা ও বাতিল গ্রহণে ও বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত। এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে হবে যাতে তার ভ্রান্ত প্রমানাদী বাতিল হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ইব্রাহীম (আ.) এর নমরুদ এর সঙ্গে বিতর্কটা কতই না অনুকরনীয়। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তুমি কি সেই লোককে দেখনি, যে, 'রব' এর বিষয়ে বিতর্ক করেছিল। ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার রব হলেন তিনি, যিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি ও জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহিম (আ.) বললেন, নিশ্চয় তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিকে উদিত কর। তখন সে কাফির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। আল্লাহ সীমা লংঘন সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না[৭৩]।

---

৭০. সূরা নাহল ১২৫।
৭১. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, ফাতাওয়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৫।
৭২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উসায়মীন, রিসালাতুইলাদ দাওয়াহ বিরবাঃ আসাম ফাউন্ডেশন, প্রকাশক দফতর, ১৪১২ হিঃ) পৃঃ ১৬-১৭।
৭৩. সূরা বাকারাহ-২৫৮।

www.waytojannah.com

দাওয়াতকৃত ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার জন্যে বিভিন্ন বিতর্ক ও পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। এ পর্যায়ে বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. আব্দুল করীম এর পন্থা সমূহ বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। নিম্নে তা বিধৃত হলো।

(ক) রোগ নির্ধারণ করতঃ চিকিৎসা প্রদানঃ

দাওয়াতকৃত লোকের প্রকৃত রোগ জেনে সে মোতাবেক দাওয়াত দিতে হবে[৭৪]। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় কালে মানুষের প্রকৃত রোগ হলো রব সম্পর্কে অজ্ঞতা।

(খ) সংশয় নিরশন করাঃ

দাওয়াকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে সংশয় নিরশন করে দাওয়াত দেওয়া দাঈদের কর্ম। সংশয় তিন দিক থেকে হতে পারে[৭৫]

(১) দাঈর সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশয়

(২) দাওয়াতের আলোচ্য বিষয়ক সংশয়

(৩) দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত সংশয়

(১) দাঈর সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশয় হলোঃ দাঈর চরিত্র, ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো ও দূরভিসন্ধির মাধ্যমে মানুষকে তার নিকট থেকে পশ্চাৎ বরন করা এবং সমাজে দাঈর গ্রহন যোগ্যতা হ্রাস করা। আর এসব চক্রান্ত সাধারনত ইসলাম বিরোধী শক্তি, কায়েমী স্বার্থনেশী নেতৃবর্গের পক্ষে থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .

'তুমি নিশ্চিতই নির্বুদ্ধিতায় ডুবে আছ, আর আমরা মনে করি তুমি মিথ্যেবাদী[৭৬]।

কখনও মুনাফিক, ফাসিক, ফাজির, মুসলিম এর পক্ষ থেকে ও দাঈকে এ ধরনের অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়। দাঈ এর সঙ্গে খারাপ আচরণ ও শত্রুতা করা হবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন ওয়ারাকাবিন নাওফল বিন আবদিল উযযা কালজয়ী শ্রেষ্ঠ দাঈ মুহাম্মাদ (সা.) কে হুশিয়ারী করে দিয়ে বলছেনঃ তোমার মত এই দায়িত্ব নিয়ে যেই এসেছেন তারই সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে[৭৭]। সুতরাং দাঈকে তার উপর সকল অপবাদকে মানুষের মগজ থেকে পরিস্কার করে দেওয়ার জন্যে নবীদের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তাহলে দাওয়াত অধিক ফলপ্রসু হবে।

(২) দাওয়াতের আলোচ্য বিষয়ক সংশয় হলোঃ মূল ইসলাম বিষয়ে সংশয় থাকা। এটি আজ সর্বত্র লক্ষনীয়। পিউর ইসলামের উপর পুপুলার ইসলাম বিজয় লাভ করেছে। ফলে বিকৃত ইসলামকে জনগণ প্রকৃত ইসলাম ভাবছে এবং প্রকৃত ইসলামকে বিদআত আখ্যায়িত করছে। এ বিষয়ে এত অজ্ঞতা বিরাজ করছে যে, সমাজের শতকরা নিরানব্বই

---

৭৪. উসূলুদ দাওয়াহ পৃঃ ৪০৬।
৭৫. উসূলুদ দাওয়াহ পৃঃ ৪১১।
৭৬. সূরা আরাফ ৬৬।
৭৭. সহীহ আল বুখারী কিতাবুল ওহীর ১ম হাদীস।

www.waytojannah.com

(৩) মানুষ জানে না ইসলাম গ্রহণের শর্ত কি কি কিংবা ইসলাম ভঙ্গের কারণ কি কি?

দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত সংশয় হলো বাপ দাদা থেকে চলে আসা রসম রেওয়াজকে সত্য বলে মেনে নেয়া। ইসলামেতর নামে তাক্বলীদে শাখছীকে গ্রহণ আবশ্যক ভাবা। স্ব স্ব মাযহাব, তরীকা, ইযম, মতবাদদের ইমাম, নেতা ও মনীষীকে অভ্রান্ত ভেবে আনুগত্য করা। স্বীয় শ্রদ্ধেয় আলেম ও সরদার এর ভ্রান্ত ফতওয়াকে খাঁটি মনে করে আমল করা প্রমুখ ।

(গ) উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন:

দাওয়াতকৃত ব্যক্তিকে হক গ্রহণে ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উৎসাহ এবং তা প্রত্যাখান করার ভয়াবহ শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের পন্থা অবলম্বনে দাওয়াত দেওয়া নবীগণের পদ্ধতি। পৃথিবীতে সকল নবী সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে এসেছিলেন[৭৮] । আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর তাদের কাছে মর্মান্তিক 'আযাব আসার পূর্বে। সে বলেছিল, "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী, এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তাঁকেই ভয় কর, আর আমার কথা মান্য কর।[৭৯]

(ঘ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা:

উপরোক্ত পন্থা সমূহের আলোকে যদি দাওয়াকৃত ব্যক্তি কবুল করে, আল্লাহ যদি তাকে হেদায়াত প্রদান করে থাকেন এবং তার বক্ষকে ইসলামের দিকে উন্মুক্ত করে থাকেন তাহলে দাঈ এর প্রতি ওয়াজিব হলো ইসলামের অন্যান্য বিষয়াবলী তাকে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দেওয়া[৮০] । আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-

সেই রবের নামে পড়ুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন[৮১] । আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে

৭৮. সূরা নূহ ১-৩, তাগাবুন ৮-৯, মুহাম্মাদ ১২, নূর ৫৫, আরাফ ৬৯, ৭৩, তওবাহ ১৩১-১৩৫।
৭৯. সূরা নূহ ১-৩।
৮০. উসূলুদ দাওয়াহ, পৃঃ ৪২৫।
৮১. সূরা আলাক ১।

www.waytojannah.com

কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।[৮২]

পঞ্চম মূলনীতিঃ দাওয়াতের মাধ্যমালী وسائل الدعوة

দাওয়াতের মাধ্যমাবলী বা ওসায়িলুদ দাওয়াহ হলো এমন সব রাস্তা সমূহ যার সাহায্যে দাঈ দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার কাজের দিকে পৌঁছিতে পারে।[৮৩] অবশ্যই এই মাধ্যমাবলীর পশ্চাতে শরীয়তের ভিত্তি থাকতে হবে। কেননা, রাছুল (সা.) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি এমন কোন (আমল) কাজ করল যাতে আমার বিধান নেই তা পরিত্যাজ্য[৮৪]।

দাওয়াতের মাধ্যমাবলীর উৎসঃ

দাওয়াতের মাধ্যমাবলীর উৎস হলো চারটি। যথাঃ

(এক) আল কুরআনঃ

আল কুরআনের বহু আয়াতে রাসূলদের দাওয়াত ও তাদের সম্প্রদায়ের নিকট তা পৌছানোর ধরণ বর্ণিত হয়েছে। সে সবগুলো আজকের দাওয়াতের মাধ্যম হবে। এরশাদ হচ্ছে,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ .

আর আমি রাছুলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি যা দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করেছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমান দারদের জন্যে নসীহত ও স্মরনীয় বিষয়বস্তু এসেছে[৮৫]

(দুই) সুন্নতে নববীঃ

সুন্নাতে নববী বা হাদীছে বহু বিষয় এসেছে যা দাওয়াহ ও তার মাধ্যমাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। উক্ত মূল থেকে আধুনিক কালে দাওয়াতের মাধ্যমাবলী বের করা যাবে।

(তিন) ছালাফদের জীবন চরিত্রঃ

সালাফ তথা ছাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের বাস্তব প্রয়োগকারী। তাঁরা যে সব মাধ্যমাবলী দাওয়াতের জন্যে গ্রহণ করেছিলেন তা গ্রহণ করা হবে দাওয়াতের মাধ্যমাবলীর অন্তর্ভূক্ত। সেই গুলোর আলোকে এখন ও ইজাতিহাদের মাধ্যমে নব নব মাধ্যম উদ্ভাবন করা যেতে পারে। যেমন ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ে প্রতিরোধ ও ইসলামী সংগঠন। অবশ্যই ইজতিহাদের দরজা সব সময় ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন দাঈর জন্য খোলা রয়েছে[৮৬]।

---

৮২. আল-জুমু'আহ ঃ ২।
৮৩. শায়খ মুহাম্মাদ ছলিহ আল উসাইমীন, রিসালাতুইলাদ দাওয়াহ, পৃঃ ১৫।
৮৪. মুসলিম হা/৩২৪৩।
৮৫. সূরা হুদ-১২০।
৮৬. বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৬৭৬, হা/6919।

(চার) দাওয়াতের অভিজ্ঞতাঃ

কুরআন ও হাদীছ এর উৎসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন সব দাওয়াতী অভিজ্ঞতাকে দাওয়াতের মাধ্যমাবলীর উৎস হিসাবে নেওয়া যায়। রাসূল (সা.) ৫০ পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে আসার প্রাক্কালে মর্যাদায় ছোট নবী হওয়া সত্ত্বেও মুসা (আ.) এর দাওয়াতী অভিজ্ঞতা মেনে নিয়ে রাসূল (সা.) বার বার আল্লাহ দরবারে গিয়েছিলেন[৮৭]। রাসূল (সা.) বলেছেন।

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ-

এক গর্ত হতে মুমিনকে দুইবার দংশন করা যায় না[৮৮]।

দাওয়াতের মাধ্যমাবলীঃ

উপরোক্ত উৎস্য সমূহের আলোকে বিভিন্ন দাওয়াহ বিজ্ঞানীগণ বিবিধ মাধ্যমাবলী গ্রহণ করেছেন। নিম্নে কিছু মাধ্যমাবলী বিধৃত হলো ঃ

বাকর বিন আব্দুল্লাহ আবু জায়েদ বলেন, দাওয়াতের মাধ্যমাবলী হলো দুটি।

(১) المؤسسات التعليمية অবহিত করণ মাধ্যম সমূহ ও

(২) المؤسسات الا علامية শিক্ষা বিষয়ক ফাউন্ডেশন সমূহ।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছলিহ আল উমাইমীন বলেন, দাওয়াতের মাধ্যমাবলী হলো তিনটি। যথাঃ

(ক) সরাসরী সাক্ষাতের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া।

(ক) বেতারযন্ত্র ও অনুরূপ মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া।

(গ) প্রকাশনীর মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া।

এ বিষয়ে ড. আব্দুল করিম যায়দান সবচেয়ে ভাল ও আজকের জন্যে উপযোগী মাধ্যমাবলী উদ্ভাবন করেছেন। নিম্নে তা বিধৃত হলঃ

তিনি দাওয়াতের মাধ্যমগুলোকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করেছেন।

(প্রথম) দাওয়াতের বহিস্থ: মাধ্যমাবলী ও (দ্বিতীয়) দাওয়াতের প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমাবলী

দাওয়াতের বহিস্থ: মাধ্যমাবলীঃ

দাওয়াতের বহিস্থ: মাধ্যমাবলী হলো আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে এমন সব উপকরন গ্রহন করা যা প্রস্তুতিকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে।

দাওয়াতের প্রসার ও প্রচারে মাধ্যমাবলী।

আর তা হলো বিশেষ পদ্ধতিতে দাওয়াতের প্রসার ও প্রচারের জন্যে মেহনত করা।

দাওয়াতের বহিঃস্থ মাধ্যমাবলী প্রধানত তিনটি। যথা[৮৯]।

---

৮৭. বুখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৫, হা/৩৪২।
৮৮. বুখারী, মুসলিম হা/৫৩১৭।

(ক) আল হিযর বা সর্তকতা অবলম্বন।

(খ) আল ইসতিয়ানাতু বিল গাইর বা অন্যের সাহায্য নেওয়া এবং

(গ) তানযীম বা সংগঠন।

(ক) আল হিযর বা সতর্কতা অবলম্বনের ধরণঃ

স্থান কালভেদে এর ধরণ বিবিধ। যথাঃ

(১) দাঈর আত্মরক্ষা মূলক সামরিক সতর্কতা অবলম্বনঃ আল্লাহ বলেন,

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

তোমরা তোমাদের সাথে আত্মরক্ষার অস্ত্র নিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্যে অপমান কর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন[৯০]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا.

হে ঈমানদারগণ তোমাদের আত্মরক্ষায় অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্য দলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়[৯১]।

উপরোক্ত সতর্কতা দাওয়াহ বিশেষজ্ঞগন কাফির তথা পৌত্তলিক সমাজে দাওয়াত প্রদানকারী দাঈর জন্যে প্রযোজ্য মনে করেন। যেমন আফ্রিকা, রাশিয়া, মালেয়েশিয়া প্রমুখ[৯২]।

অবশ্য যে সমাজে আত্মরক্ষা মূলক প্রস্তুতি ব্যতীত দাঈর জীবন নিরাপদ নয় সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দাঈকে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব। কারণ তা পরিত্যাগ করলে দাঈর জীবন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।[৯৩]

এটা মূলতঃ রাষ্ট্রিয় পর্যায়ভূক্ত দাঈদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর ইসলামী রাষ্ট্রে দাওয়াহ এর জন্য আলাদা একটি বিভাগ থাকে। আজ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রাশাসনিক বিভাগে ধর্মীয় শিক্ষক রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। স্বাধীন সার্বভৌম কোন মুসলিম রাষ্ট্রের কোন ইসলামিক সংগঠন নামক কোন দল এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(২) পাপ কর্মে সতর্কতা অবলম্বনঃ

আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

তোমরা জেনে রেখো। তোমাদের মনের ভিতর যা আছে সে বিষয়ে আল্লাহ জানেন। সুতরাং তার বিষয়ে তোমরা সর্তক হও[৯৪]।

---

৮৯. উসূলুদ দাওয়াহ পৃঃ ৪৩০।
৯০. সূরা নিসা ১০২।
৯১. সূরা নিসা ৭১।
৯২. উসূলুদ দাওয়াহ পৃঃ ৪৩৪।
৯৩. প্রাগুক্ত।
৯৪. সূরা বাকারাহ ২৩৫।

www.waytojannah.com

(৩) পরিবার ও সন্তানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনঃ

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

হে ঈমানদারগণ তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সর্তক থাকিও[৯৫]।

(৪) প্রবৃত্তির অনুসরণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনঃ

সমাজে অধিকাংশ লোকের দাওয়াত প্রত্যাখান করা এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত সংখ্যা লঘিষ্ঠর কারণে দাঈ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রবৃত্তির অনুসারী যাতে না হয় সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। আল্লাহ বলেন,

أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করুন ঃ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তরা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার উপর নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান[৯৬]।

(৫) কাফির ও মুনাফিকদের হতে সতর্কতা অবলম্বনঃ

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুন, অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত (দেখন- সুরত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই না)। কোন শোরগোল হলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (কারণ তাদের অপরাধী মন সব সময়ে শঙ্কিত থাকে- এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে গেল)। এরাই শত্রু, কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। এদের উপর আছে আল্লাহ্‌র গযব, তাদেরকে কিভাবে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে[৯৭]।

(খ) আল ইসতিয়ানাতু বিল গাইর বা অন্যের সাহায্য নেওয়াঃ

৯৫. সূরা তাগাবুন ১৪।
৯৬. সূরা মায়িদা ৪৯।
৯৭. সূরা মুনাফিকুন ৪।

www.waytojannah.com

আল ইসতিয়ানাতু বিল গাইর বা অন্যের সাহায্য নেওয়া দাওয়াতের বিশেষ একটি মাধ্যম। এ সাহায্য অনৈসলামিক সরকার ও কাফির -মুশরিকের দ্বারা ও নেওয়া যাবে। রাসুল (সা.) আবু তালিবের সাহায্য নিয়েছিলেন।

(গ) সংগঠনঃ

এটি স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদে সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(দ্বিতীয়) দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম সমূহঃ

দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার তিন দিক থেকে হয়ে থাকে[৯৮]। যথাঃ

(ক) কথার দ্বারা
(খ) কাজের দ্বারা ও
(গ) দাঈর উত্তম ব্যবহার দ্বারা।

(ক) কথার দ্বারা দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারঃ

কথার দ্বারা মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছানোই হলো দাওয়াতের মৌলিক মাধ্যম। কেননা, আল কুরআন এর অন্তর নিহিত হেদায়েত আল্লাহর কথা, যা জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক মুহাম্মাদ (সা.) প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

যদি আপনার নিকট মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দিন। যাতে সে আল্লাহর বানী শ্রবন করে[৯৯]। রাসূল (সা.) মানুষের নিকট বলার জন্যে আদিষ্ট হয়েছেন;

আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

বল, "হে মানুষ! তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য এসে পৌছেছে। অতঃপর যে সঠিক পথ অবলম্বন করবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথ ধরবে। আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ক্ষতি করার জন্য, আমি তোমাদের হয়ে কাজ উদ্ধার করে দেয়ার কেউ নই।[১০০]

কথা দ্বারা দাওয়াত দেওয়ার কতিপয় নিয়মাবলীঃ

বক্তব্য স্পষ্ট হওয়া ওয়াজিবঃ কথা, ভাষণ বা বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় হতে হবে তাতে যেন জ্ঞানের গুপ্ততা ও গোজামিল না থাকে। কেননা, সাম্বোধিত ব্যক্তিকে দাঈর বক্তব্য বুঝানোই উদ্দেশ্য। এ মর্মে আল্লাহর বানী

৯৮. উসুলুদ দাওয়াহ পৃঃ ৪৫২।
৯৯. সূরা তাওবাহ ৬।
১০০. ইউনুস ঃ ১০৮।

www.waytojannah.com

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আমি কোন রসূলকেই তার জাতির ভাষা ছাড়া পাঠাইনি যাতে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে (আমার নির্দেশগুলো) বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথহারা করেছেন, আর যাকে ইচ্ছে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তিনি বড়ই পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়[১০১]।

হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনা কথা পরিহার করা ওয়াজিবঃ

এ মর্মে আল্লাহর বানী ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ – إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ – قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ – قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ – أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ – قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

ওদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?' তারা বলেছিল– 'আমরা মূর্তির পূজা করি, আর আমরা সদা সর্বদা তাদেরকে আঁকড়ে থাকি।' ইব্‌রাহীম বলল– 'তোমরা যখন (তাদেরকে) ডাক তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? কিংবা তোমাদের উপকার করে অথবা অপকার?' তারা বলল– 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃদেরকে এরকম করতে দেখেছি।'[১০২]

কথার প্রকার সমূহঃ

কথার প্রকার সমূহের মধ্যে হলোঃ

(১) খুতবা বা বক্তব্য

(২) দারস বা ক্লাস

(৩) লেকচার

(৪) সংলাপ ও বিতর্ক

(৫) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ। কেননা, তা অধিকাংশ সময় কথা দ্বারাই হয়ে থাকে।

(৬) লেখন, গ্রন্থ রচনা, দ্বীনী বই সমূহের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, দেওয়াল লেখন ইত্যাদি

(৭) কথা বহন যোগ্য আধুনিক মিডিয়া; যথা ঃ রেডিও, টিভি, ডিস এন্টিনা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ক্যাসেট, সিডি, ডাকযোগ প্রভৃতি।

---

১০১. ইব্রাহিম ৪।
১০২. আশ শুআরা ঃ ৬৯-৭৪।

www.waytojannah.com

কথা বলার আধুনিক স্থান সমূহঃ

কথা বলার আধুনিক স্থান বহু । যথাঃ প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় । বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে শত শত উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক মন্ডলী ও হাজার হাজার তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রদেরকে একই স্থানে পাওয়া যায় । এটি বিগত যুগে কখনও পাওয়া যেত না । সুতরাং এটি উন্নত ধরনের একটি দাওয়াতের আধুনিক স্থান । উপরোক্ত সকল মাধ্যম বলা বা কথার দ্বারা দাওয়াত এর প্রচার ও প্রসার করে ।

(খ) কাজের দ্বারা দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারঃ

কখনও কাজ ও শক্তি প্রয়োগ এর মাধ্যমে দাওয়াত এর প্রচার ও প্রসার করতে হয় । এ মর্মে রাসূল (সা.) এর বানী مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ তোমরা যদি কোন গর্হিত কাজ দেখ তাহলে হাত দ্বারা তা প্রতিহত কর[১০৩] । কাজ ও শক্তির মাধ্যমে দাওয়াত প্রয়োগ বিষয়ে দাওয়াহ বিজ্ঞানীগণ কিছু নিয়মাবলী শর্তারোপ করেছেন নিম্নে তা বিধৃত হলো ঃ

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির হানাদী বলেন,

"কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে মুসলিম সমাজের মধ্যে গর্হিত কাজ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্যে দাওয়াত দেওয়া জায়েজ নেই । কারণ, এটি মুসলিম সমাজে ফিতনা ও বিপর্যয় এর দ্বার উম্মূক্ত করবে এবং রাসূল (সা.) ও ছাহাবাদের পথের বিরোধীতা করবে । কেননা, এ বিষয়ে নিয়ম হলো আলিম বা দাঈ স্বীয় জবান দ্বারা দাওয়াত দিবে আর প্রশাসক জবান ও শক্তি উভয়টি দ্বারা দাওয়াত দিবে[১০৪] ।

আব্দুল আজিজ বিন বায (১৩৩০ খ্রি.) বলেন, প্রতিহত করার জন্যে শক্তি ও ক্ষমতা আবশ্যক । লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিহত করতে গেলে যেন তার, চেয়ে বড় বিষয়ের উপর এর প্রভাব না পড়ে এবং বেশী ক্ষতি যেন না আসে । তবে সন্তান, স্ত্রী, চাকর ও ক্ষমতা সাপেক্ষে কর্মচারীর উপর শক্তি প্রয়োগ করা যায়[১০৫] ।

শায়খ সাদলান বলেন, শক্তি প্রয়োগের জন্য পূর্ণ ক্ষমতার দরকার হবে । তবে, যদি ওর প্রভাব অনিষ্ট নিয়ে আসে, গর্হিত কাজের ক্ষেত্রে কিংবা সাধারণ মুসলিমদের উপর, তাহলে হৃদয় দিয়ে প্রতিহত করার পরিকল্পনা রাখাই উচিত হবে[১০৬] ।

ড. আব্দুল করিম যায়দান বলেন, এ ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতাবান হতে হবে । অন্যথায় প্রতিহত করার দাওয়াত দেওয়া হারাম[১০৭] ।

(গ) দাঈর উত্তম ব্যবহার এর মাধ্যমে দাওয়াত এর প্রচারঃ দাঈকে অবশ্যই উত্তম ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে । কারণ, কথার চেয়ে উত্তম ব্যবহার

---

১০৩. মুসলিম হা/৭০ ।

১০৪. ড. আব্দুল কাদির হানদী, নাহাবু দাওবাতিন ইসলামীয়্যাতি রাশীদাহ (মাকতাবাতুল আবীকান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ ইং) ২৩৯ ।

১০৫. সম্পাদনা ডঃ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আর রিফাঈ, মুজাজিয়াতু কী কিত্বাহিব ওয়াত্বিরিল সিয়াসাহ ওয়াল ফিকারয়াহ (বিধায়ঃ দারুর মিরাজ আদ দাওলিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪ ইং পৃঃ ২৭ ।

১০৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৮ ।

১০৭. উসুলুদ দাওয়াহ, পৃঃ ৪৬৫ ।

www.waytojannah.com

ও উত্তম কার্য অন্যের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রে প্রধান দুটি মূলনীতি দাঈকে মেনে চলতে হবে[১০৮]।

(১) উত্তম চরিত্রবান হওয়াঃ

বিশেষ করে ধৈর্যশীল ও প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া। আল্লাহ বলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারন কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ[১০৯]।

আল্লাহ আরোও বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের সময় আল্লাহর পথে ব্যয় করে, নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন[১১০]।

(২) কথা মোতাবেক কাজ করাঃ

দাঈকে দাওয়াত মোতাবেক আমল করে অন্যের মডেল হতে হবে। কারণ, মানবত্মা আমল বিহীন দাঈর কথায় বেশী উপকৃত হয় না। আর এটা আল্লাহর নিকট খুবই জঘন্য অপরাধ। এরশাদ হচ্ছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মুমিনগণঃ তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই জঘন্যতম অপরাধ[১১১]

ইসলামী সংগঠনঃ

এটি দাওয়াতের বহি:স্থ মাধ্যমাবলীর তৃতীয়তম। আল্লাহর নিকট মনোনিত জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে একটি, যার নাম হলো ইসলাম[১১২]। এর অনুসারীদের একটিই জাতীয় পরিচিতি, আর তা হলো মুসলিম[১১৩]। একটিই জাতীয় প্লাট ফরম, আর তা হলো জামা'আতুল মুসলিমীন[১১৪]। এই প্লাটফরম ভেঙ্গে ৩৭ হিজরীতে মুসলিমদের কিছু লোক বিভ্রান্ত ফিরকায় বিভক্ত হয়[১১৫]। চারশত হিজরীর পরে মাযহাবী ফির্কায়

---

১০৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৮।
১০৯. সূরা লোকমান -১৭।
১১০. সূরা আল-ইমরান ১৩৪।
১১১. (ছফঃ ২.৩)।
১১২. সূরা ইমরান-১৯।
১১৩. হাজ্জ ৭৮, বাকারাহ, ১২৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ইমরান ৫২, ৬৪, ৮০, ১০২, মায়িদাহ ১১১, ছদ ১৪, নামল ৮১ আনকাবুত ৪৬।
১১৪. বুখারী, মিশকাত, কিতাবুল কিতান।
১১৫. আল মাযাহীবুল আসলামিয়াহ।

www.waytojannah.com

বিভক্ত[১১৬]। বর্তমান আধুনিক যুগে এসে সাংগঠনিক দলে বিভক্ত হয়। ১৮৯৫ খ্রিঃ এর পূর্বে ভারত ইপমহাদেশে কোন ইসলামী সংগঠন ছিল না। দাওয়াতের জন্যে বিশেষ দলের আমীরের নিকট বিশেষ শর্তাবলী পূরণ করতঃ দাওয়াতী কাজ করা এবং এমনকি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিয়ে আধুনিক দাওয়াহ বিজ্ঞানীগণ প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত হয়েছেন। যথা:

(১) সংগঠনের পক্ষে:

এ দলের অধিকাংশদের আক্বীদা হলো নিম্ন রূপ:

১. প্রতিটি মুসলিম নর নারীকে যে কোন একটি ইসলামী দলের আমীরের হাতে বায়আত করত কিংবা শপথ বাক্য পাঠ করত দলীয় নীতিমালা মেনে থাকতে হবে।

২. দল গ্রহণ তাদের নিকট ফরযে আইন।

৩. দলচ্যুত লোক জাহান্নামী হবে।

৪. প্রতিটি দল স্ব স্ব কর্মীকে অন্য দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে দলচ্যুতির অপরাধ মনে করেন।

৫. সদস্য ও সাংগঠনিক যে কোন উচ্চ পদে উন্নত হলে কিবলামূখী হয়ে কালেমা পাঠ ও বায়আত কিংবা শপথ বাক্য পাঠ করতে হবে বলে আক্বীদা রাখেন প্রমুখ। এ দলের অর্ন্তভূক্ত প্রায় আধুনিক প্রতিটি ইসলামী দলের নেতৃবর্গ ও কর্মী বৃন্দ।

এ দলের দলীল হলো নিম্নাবলীঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না[১১৭]।

হাদীছের দলীলঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

জাবির বিন সামুরাতা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, চিরদিন এ দ্বীন কায়েম থাকবে এবং তা কায়েমের জন্য মুসলমানদেরকে ছোট একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র যুদ্ধ করে যাবে[১১৮]।

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : – قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

(لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة)

মু'আবিয়া বিন কুবরাতাহ স্বীয় বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে তাদের অপমান কারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না[১১৯]।

---

১১৬. প্রাগুক্ত।
১১৭. আল ইমরান১০৩-১০৪।
১১৮. সহীহ মুসলিম হা/৩৫৪৬।
১১৯. সুনানু ইবনি মাযাহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪, হা/৬, সনদ সহীহ।

www.waytojannah.com

عن الحارث الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "آمركم بخمس : بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.

হারিছ আল আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি- (১) জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা। (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামাআত হতে এক বিগত পরিমান বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গন্ডী ছিন্ন হল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহবান জানান, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভূক্ত হল, যদি ও সে সিয়াম পালন করে ছালাত আদায় করে ও ধারনা করে সে একজন মুসলিম[১২০]।

عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . وفي رواية : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.

উবাদাহ বিন ছামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বায়আত করেছিলাম এই মর্মে যে আমরা তাঁর আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হোক, স্বাচ্ছন্দে হোক, আনন্দে হোক বেদনায় হোক বা আমাদের উপরে-কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ে হোক এবং বায়আত করেছিলাম এই মর্মে যে, ইমারত তথা নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। (অন্য বর্ণনায় আমীরের মধ্যে প্রকাশ্যে কুফরী না দেখা পর্যন্ত) যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না[১২১]।

وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " . رواه مسلم .

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল সে ব্যক্তি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সাথে মোলাকাত করবে এমন অবস্থায় যে তার জন্যে কোন

১২০. আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ সহীহ।
১২১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৬।

দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল[১২২]।

(খ) সংগঠনের বিপক্ষেঃ

অনেকে সংগঠনের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া জায়েয মনে করেন না। এদের দলীল নিম্নরূপঃ

আলকুরআনের দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না[১২৩]।

হাদীসের দলীলঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مُخَافَةَ أَنْ يَدْرِكَنِيْ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ " . قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : " قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِيْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا " . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ : " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا " . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ " . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ : " يَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ إِنْسٍ " . قَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الْأَمِيْرَ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, লোকগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট ভালোর বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করতাম-এ কারণে যে, আমি তাতে লিপ্ত না হয়ে পড়ি। হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মূর্খতা ও বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম দান

১২২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪।
১২৩. আল ইমরান ১০৩।

www.waytojannah.com

করলেন। তবে কি এ কল্যাণের পর আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে! তবে তা হবে ধূয়াটে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে ধূয়া কি ধরণের? তিনি বললেন, লোকজন আমার সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে অন্য রীতি-নীতি গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে দিয়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। সে সময় তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় রকম কাজই দেখতে পাবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জাহান্নামের দরজায় দাড়িয়ে কতক আহব্বানকারী লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাদেরকে আহ্বানকারীরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দান করুন। তিনি বললেন, তারা তোমাদের মতই মানুষ হবে এবং তোমাদেরই মত কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে জামানায় পৌছলে তখন আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন, তখন তুমি জাম'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, ঐ সময় যদি কোন মুসলিমদের জাম'আত এবং ইমাম না থাকে, তাহলে কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি সকল ফিরকাকে পরিত্যাগ করবে, তোমাকে কোন গাছের শিকড়ে আশ্রয় নিতে হলেও এবং তুমি তখন তোমার মৃত্যু পর্যন্ত নির্জনতা অবলম্বন করে থাকবে।

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর এমন কতক ইমাম ও শাসকের আর্বিভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত ও রীতি-নীতি অনুযায়ী কাজ করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কতক লোকের আর্বিভাব ঘটবে, যারা আকার-আকৃতিতে এবং চেহারা-ছুরতে তোমাদের মতই মানুষ হবে; কিন্তু তাদের অন্তরগুলো হবে শয়তানের অন্তরের মত। হোযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যামানায় আমি পৌছলে তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার শাসকের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। যদিও তারা তোমাকে প্রকাশ্যে প্রহার করে ও তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়।124

অধিকাংশ প্রাচীন হাদীছজ্ঞ ও মুফাসসীরবৃন্দ এ দলের অনুসারী। বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ আল্লামা বায, শায়খ ছলিহ আল ফাওযান, ছালিহ সাদলান, ড. রাবী বিন হাদী উমাইর আল মাদখালী প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা।

পর্যালোচনা:

প্রথম পক্ষ সংগঠনের স্বপক্ষে যে দলীল পেশ করেছেন তা ঠিক নয়।

কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

১২৪. বুখারী, মুসলিম, আরবী মিশকাত হা/৫৩৮২, বাংলা মিশকাত ইসলামিক ... পৃষ্ঠা-৭৫৩, হাদীস-৫১৪৯।

www.waytojannah.com

আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না[১২৫]।

এ আয়াত দ্বারা আধুনিক সংগঠন বুঝানো হয়নি। বরং এর অর্থ হলো মৌলিক ঈমান ও ইসলাম। মৌলিক ঈমান ও ইসলামকে সবাইকে সমবেতভাবে গ্রহন করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে নিষেধ করেছেন।

হারীস আলআশআরী (রা.) এর হাদীস ও অনুরূপ হাদীসে উল্লেখিত জামাআত শব্দ দ্বারা দাওয়াতী সংগঠন উদ্দেশ্য নয়। কারণ, বিভিন্ন হাদীছে ব্যবহৃত জামাআত অর্থ প্রধানতঃ দুটি। যথা:

(১) জামাআত অর্থ হলো হক পন্থী ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল। তারা হলেন ছাহাবা, তাবেঈ, হেদায়াত প্রাপ্ত ইমামগণ, আহলুল হাদীছ, আহলুল ফিকহ, সুন্নাতের অনুসারী ও সুন্নাতের উপর একত্রিত জনগণ[১২৬]। হকের উপর একজন হলেও জামাআত। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, انما الجماعة ماوفق طاعة الله وان كنت وحدك–

বস্তুত জামায়াত হলো যা আল্লাহর আনুগত্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তা যদি তুমি একাই হও[১২৭]।

(২) যে সব হাদীছ দ্বারা আমীর ও ইমামকে অনুসরণ ও জামাআত হতে দূরে যাওয়াকে ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে সেই সব হাদীছের অর্থ হলো জামাআতুল মুসলিমীন বা ইসলামী রাষ্ট্র। আর ইমাম ও আমীর অর্থ হলো খলীফা বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান। এখানে সাংগঠনিক ইস্যুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনকে বুঝানো হয়নি। যেমন ঃ

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة "

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়। তিনটি কারণের কোন একটি কারণ ব্যতীত তার রক্ত কারো জন্যে হালাল নয়। ১. জীবনের বদলা জীবন, ২. বিবাহিত জিনাকারী, ৩. দ্বীন পরিত্যাগীকারী ও জামায়াত পরিত্যাগকারী[১২৮]। আল-কুরআনে বর্ণিত উম্মাহ[১২৯]। হাদীসে বর্ণিত তায়িফাহ ও ইছাবাহ অর্থ হলো আহলুল ইলম বা উলামাবৃন্দ[১৩০]। উলামাদের দল বা শাসক, সেনাপতিবর্গ, গর্ভনর[১৩১]। এ দলের অনুসারী হলেন প্রাচীন সকল হাদীছজ্ঞ ও মুফাসসীরবৃন্দ, বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীস বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন

---

১২৫. আল ইমরান১০৩-১০৪।
১২৬. ড. মুহাম্মাদ আঃ কাদির হামাদী, মাবহু মাওয়াক্বিফ ইসলামিয়্যাতিল বাশিলাহ, পৃঃ ১০২।
১২৭. ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান লালকাঈ (মৃ ৪১৮ হিঃ শারহু উছুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯।
১২৮. বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৩৪৪৬।
১২৯. সূরা আল-ইমরান ১০৪।
১৩০. মাকালুল ইসতিফাদি পৃঃ ৬৬।
১৩১. প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

আলবানী সহ, শায়খ আল্লামা বায, শায়খ সালিহ আল ফাওযান, সালিহ সাদলান প্রমুখ।

(গ) শর্তসাপেক্ষে সংগঠনের পক্ষাবলীঃ

এদের মধ্যে বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও দ্বীন বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুল করীম ময়দান, আব্দুল্লাহ বিন হামীদ স্বীয় আল ওয়াজীযাফী আক্বীদাতিস সালাফিস সালিহ গ্রন্থে সংগঠনের জন্য একত্রিশটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। ড. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ স্বীয় আল বাসয়্যানুনী ইসলামী সংগঠনের গুণাবলী ও তা ফিরকা হয়ে যাওয়ার দোষাবলীর উপর ওয়াহদাতুল আমালিল ইসলাম রায়নাল আমালি ওয়াল ওয়াকিয়ি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্ন এসব শর্তাবলীর সার সংক্ষেপ বিধৃত করলাম, যাতে কোনটি দাওয়াতের মাধ্যম ও কোনটি ফিরকা তা পরিচয় করতে সহজ হয়।

ইসলামী সংগঠনের শর্তাবলী

(ক) আক্বীদা পরিচ্ছন্ন হওয়া[১৩২]।

সংগঠনের আক্বীদা পরিচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ হলো তাওহীদুর-রুবুবিয়া, উলুহিয়া, আসমা-ই-ওয়াছ-ছিফাতি ও অন্যান্য আক্বীদার বিষয়ে সালাফীদের আক্বীদা গ্রহণ করা। যথা রুবুবিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহকেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে গ্রহণ করা। চাই তা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হোক বা অন্যান্য সার্বভৌমত্ব হোক। উলুহিয়ার ক্ষেত্রে ইবাদত কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যে খাছ হতে হবে। আসমা-ই-ওয়াস-সিফাত এর ক্ষেত্রে যেভাবে আল্লাহ তাঁর নাম ও গুনাবলী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণনা করেছেন তা বিনা অপব্যাখ্যা, বিনা উদাহরণ বিনা অপরারেশনে হুবহু গ্রহণ করা এবং এই আক্বীদাপোষণ করা যে, আল্লাহর আকার আছে, তিনি স্বশরীরে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি সপ্তম আসমানের উপর আছেন। এরূপ ভাবে আক্বীদার যাবতীয় বিষয় সালাফে ছলিহীনদের নিকট থেকে গ্রহণ করা।

(খ) পন্থা পরিচ্ছন্ন হওয়া[১৩৩]।

সংগঠনের দাওয়াতের যে পন্থা গ্রহণ করা হবে তা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে সলিহীনদের বুঝ মোতাবেক পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এ পন্থা নিজস্ব থিওরী, বিজাতীয় দর্শন ও মাযাহাবী বহির্ভূত হতে হবে। তথা দাওয়াতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, মূলনীতি তথা বিষয়, দাঈ, মাদউ তথা দাওয়াতকৃত ব্যক্তি, পদ্ধতি ও মাধ্যমাবলী কেই সংগঠনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

(গ) আমল পরিচ্ছন্ন হওয়া[১৩৪]।

সংগঠনের দাওয়াত কারীদের আমল পরিচ্ছন্ন হতে হবে। পরিচ্ছন্ন হতে হবে নিম্নরূপ

(১) আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হওয়া[১৩৫]।

---

১৩২. ইরাবীব ফী আক্বীদাতিস সালিফাস সালিহ (ইস্তাম্বুল, তুরকিয়া, মাকতাবাতুল গোরাবা, ১৪১৬ হিঃ পৃঃ ২০৯।
১৩৩. প্রাগুক্ত।
১৩৪. প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

(২) সেই আমলে পবিত্র কুরআন এর মুলভিত্তি থাকা[১৩৬]।

(৩) ছহীহ্ হাদীছে প্রমান থাকা[১৩৭]। অন্যথায় সে লোকের ও দলের দাওয়াত ইসলামী দাওয়াত হবে না।

(৪) ভ্রাতৃত্ব ও বৈপরীত্ব কেবল মাত্র দ্বীনের জন্যে হওয়া। কোন ব্যক্তি বা দলের জন্যে হবে না[১৩৮]।

(৫) অন্য দলের মুসলিমকে এক ও অখন্ডিত দেহের ন্যায় মনে করা[১৩৯]।

(৬) শারঈ শাখা প্রশাখা বিষয়ক মাসাআলার ক্ষেত্রে অন্য দলের সাথে বৈপরিত থাকলে বিবাদ, লড়াই, গালাগালি, অপবাদ, গিবত ও মানহাণী করা যাবে না[১৪০]।

(৭) সংগঠন কেবল মাত্র একটি দাওয়াতের মাধ্যম, সুতরাং সংগঠনের প্রচার ও প্রসারই যেন দাওয়াতের আলোচ্য বিষয় না হয়[১৪১]।

(৮) বৃহত্তর কাজে ও শরীয়ত বিষয়ক বিশেষ মাসআলা গবেষণা কিংবা সামগ্রীগ কল্যাণে কোন সিদ্ধান্তে সকল সংগঠন ও আমীরদের একত্রিত হওয়া এবং সবার সঙ্গে পাস্পরিক সৌহাদ্য মনভাব থাকা[১৪২]।

ইসলামী সংগঠন বাতিল হওয়ার কারণাবলী

ইসলামী সংগঠন বাতিল হওয়ার কারণাবলী বহু। যথাঃ

(ক) আক্বীদা পরিচ্ছন্ন না হওয়া[১৪৩]।

(খ) পন্থা পরিচ্ছন্ন না হওয়া[১৪৪]।

(গ) আমল পরিচ্ছন্ন না হওয়া[১৪৫]।

সংগঠনের দাওয়াত কারীদের আমল পরিচ্ছন্ন না হলে সেই সংগঠন করা জায়েব হবে না। যথাঃ

(১) আমলে পবিত্র কুরআন এর মুলভিত্তি না থাকা[১৪৬]।

(২) আমলে ছহীহ হাদীছের প্রমান না থাকা[১৪৭]।

(৩) ভ্রাতৃত্ব ও বৈপরীত্ব কেবল মাত্র সংগঠনের জন্যে হওয়া[১৪৮]।

(৪) অন্য দলের মুসলিমকে এক ও অখন্ডিত দেহের ন্যায় মনে না করা[১৪৯]।

(৫) সংগঠনের জন্যেই বিবাদ, লড়াই, গালাগালি, অপবাদ, গিবত ও মানহাণী করা[১৫০]।

---

১৩৫. সূরা আনআম ১৬২।
১৩৬. সূরা মুহাম্মাদ ৩৩।
১৩৭. সূরা নিসা ৮০।
১৩৮. বুখারী, সাত শ্রেণীর লোকের আরশে আশ্রয় হাদীস।
১৩৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৪।
১৪০. মিশকাত হা/৪৬০১, সনদ সহীহ।
১৪১. সূরা নাহল১২৫।
১৪২. সূরা নিসা ৫৯।
১৪৩. ইরাধীব কী আক্বীদাতিস সালিকাস সালিহ (ইজাযুল, মুবকিয়া, মাকতাবাতুল গোরাবা, ১৪১৬ হিঃ পৃঃ ২০৯।
১৪৪. প্রাগুক্ত।
১৪৫. প্রাগুক্ত।
১৪৬. সূরা মুহাম্মাদ ৩৩।
১৪৭. সূরা নিসা ৮০।
১৪৮. বুখারী, সাত শ্রেণীর লোকের আরশে আশ্রয় হাদীস।
১৪৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৪।

www.waytojannah.com

(৬) সংগঠনের প্রচার ও প্রসারই দাওয়াতের আলোচ্য বিষয় হওয়া[১৫১]।

(৭) সকল সংগঠন ও আমীরদের মধ্যে পাস্পরিক সৌহাদ্য মনভাব না থাকা[১৫২]।

ইসলামী দাওয়াহ ও ইসলামী সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

ইসলামী দাওয়াহ	ইসলামী সংগঠন
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি।	উক্ত উদ্দেশ্যের বিশ্বাসী।
দাওয়াত এর লক্ষ্য রয়েছে।	উক্ত লক্ষ্যের বাস্তবায়নকারী একটি মাধ্যম মাত্র।
দাওয়াতের বিষয়বস্তু হলো ইসলাম।	উক্ত বিষয়ের আমলকারী ও বাস্তবায়নকারী।
দাঈ বিবিধ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে।	কর্মী বিবিধ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখতে পারবেন না এরূপ নীতিমালায় ফিরকা বন্দীর সূচনা হয়।
দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমাবলী রয়েছে।	উক্ত পদ্ধতি ও মাধ্যমাবলী বহনকারী মাত্র।
দাওয়াতকৃত লোক এর স্তর রয়েছে যথা: (ক) হক গ্রহণে আগ্রহী। (খ) হক সম্পর্কে জ্ঞাত কিন্তু আমলে অলস। (গ) হক অস্বীকারকারী ও হক পন্থী দাঈদের উৎখাতকারী জালিম।	উক্ত স্তরে দাওয়াত পৌছার স্তর থাকতে পারে। (ক) হিকমাহ সম্পন্ন কর্মী (খ) উত্তম বক্তাকর্মী (গ) বিতর্কে পান্ডিত্য কর্মী।
অনৈসলামী রাষ্ট্রে শরীয়ত অবধারিত প্রত্যেক ব্যক্তি চাই আলেম হোক, সাধারণ লোক হোক কিংবা দরিদ্র ফকির, মিসকীন হোক, সবার প্রতি দাওয়াত ফরজে আইন।	জয়েজ।
দাওয়াত বর্জনকারী পাপী।	সংগঠন বর্জনকারীকে ইসলাম বর্জন করছে বলে ভাবা ও তার জানমাল হালাল বলে আক্বীদা পোষণ করা হারাম।
দাওয়াত হলো ইবাদত।	উক্ত ইবাদতের আধুনিক একটি উপকরণ মাত্র।

ব্যক্তিগত দাওয়াত ও সাংগঠনিক দাওয়াত এর পর্যালোচনা:

ব্যক্তিগত দাওয়াত ও সাংগঠনিক দাওয়াত উভয়ই শরিয়াত সম্মত।

---

১৫০. মিশকাত হা/৪৬০১, সনদ সহীহ।
১৫১. সূরা নাহল১২৫।
১৫২. সূরা নিসা ৫৯।

আমরা এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে দাওয়াত ও সাংগঠনিক উদ্যোগের দাওয়াত এর মধ্যে পারস্পারিক তুলনা মূলক আলোচনা করব।

(ক) ব্যক্তিগত দা'ওয়াত:

এ দা'ওয়াত কোন ব্যক্তির উদ্যোগে হয়ে থাকে। তার নিজস্ব চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্ম তৎপরতায় এটা সম্পাদিত হয়। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও সহজলভ্য। আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কোন ব্যক্তি বিশেষের সকল কর্ম তৎপরতা এর আওতাভূক্ত। সেটা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দিষ্ট করেই হোক বা ব্যক্তি সমষ্টিকে উদ্দিষ্ট করেই হোক না কেন। দা'ওয়াতী চেতনার এ ব্যাপকতা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব ও জবাবদিহির ব্যাপকতারও অন্তর্ভূক্ত। মহানবী (সা.) বলেছেন - প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার দয়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১৫৩] সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সামর্থ্য ও সুযোগ অনুসারে সকলই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এমনকি ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও। আর এ ধরনের দা'ওয়াতেই যুগে যুগে অসংখ্য নবী (আ.) ও বিভিন্ন ইসলাম প্রচারকারক গনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার হয়েছে বেশী।

ব্যক্তিগত দাওয়াতের সুফল:

ব্যক্তিগত দাওয়াতের সুফল বহু। নিম্নে প্রধান কিছু সুফল আলোচনা করা হল-

১. খালিছ নিয়্যত: দাওয়াত প্রদানকারী খালিছ ভাবে আল্লাহর জবাবদিহীর ভয়ে দাওয়াতী কাজ করেন। ফলে তার দাওয়াত ফল প্রসু হয়।

২. দাওয়াতই উদ্দেশ্য: কোন ব্যক্তির সন্তুষ্টি বা ক্যাডার এর স্তর উন্নত হওয়ার গভীর প্রেরণা থাকে না। দাওয়াতের প্রেরণাই তার মুখ্য কাজ হয়।

৩. সত্য গ্রহনের মানসিকতা: এ ধরনের ব্যক্তি সত্য গ্রহনে আগ্রহী থাকে। কারণ, সংগঠন কখনও সত্য গ্রহনের প্রতিবন্ধক হয়। যেমনঃ পৃথিবীতে বহু মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে যারা হক বুঝার পর ও স্বীয় দল, মাযহাব, ফির্কা, তরীকা, খানকা, এর বিরোধী হওয়ায় তারা হক গ্রহন করেনা।

৪. পরস্পর সন্দেহ না থাকা: দাওয়াতী কাজ যদি স্বীয় অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে তাতে অপর কোন ব্যক্তির সন্দেহ থাকে না বরং দাওয়াতের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট বেশী হয়।

৫. প্রকৃত হকের দাওয়াত: দাওয়াকারী যেহেতু কোন বিশেষ দলের লোক নন। তাই তিনি সর্বদা হকের প্রতিই দাওয়াত দেন।

ব্যক্তিগত দাওয়াতের কুফল:

১. অস্থায়ী: ব্যক্তি উদ্যোগে দাওয়াত সাধারণতঃ অস্থায়ী হয়ে থাকে। দাঈ এর অবর্তমানে উক্ত দাওয়াতের কর্ম তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

২. বাতিলের মোকাবেলা করতে অক্ষম: ব্যক্তিগত দাওয়াত যতই ভাল হোক না কেন বাতিলের মোকাবেলা করতে সে অক্ষম। কারণ বাতিল যেখানে এক অখন্ডিত দেহ নিয়ে ইসলামকে উৎখাতের জন্য বদ্ধপরিকর, সেখানে ব্যক্তিগত

---

১৫৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুর জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, ২খ, পৃ. ৩৩।

www.waytojannah.com

দাওয়াত সাধারণতঃ কিছুই করতে সক্ষম নয়। বরং বাতিলের নানা চক্রান্তে দাঈর জীবনই বিপন্ন হতে পারে অথবা ভয়ে সে মুখ থুবরে পরে যেতে পারে।

৩. সহযোগিতার অভাবঃ ব্যক্তিগত দাওয়াতের বড় ধরনের একটি ঝুকি হলো দাঈ কোন বিপদে পড়লে তার সহযোগিতার লোক থাকে না। অনেক দাঈকে দেখা গেছে হক গ্রহন ও দাওয়াত দেওয়ার কারণে প্রতিপক্ষরা তাকে মিথ্যা মামলা ও নানা ষড়যন্ত্রে নাজেহাল করার চেষ্টা করছে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা না রাখার ফলে ষড়যন্ত্র কারীদের মিথ্যা স্বাক্ষী দ্বারা বহু দাঈগণ কারাগারের জীবনকেই একমাত্র সম্বল হিসাবে গ্রহন করতে হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) সহ অনেকেই তার উজ্জল স্বাক্ষর।

৪. এক নায়কতন্ত্রঃ ব্যক্তি উদ্যোগে দাওয়াত যদি পরিচালিত হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দাঈ ইনসাফ ভুলে গিয়ে এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে যেহেতু কারও নিকট জবাবদিহী নয়, তাই তার অধিনস্থ দাঈ, সহযোগী বা কর্মচারীকে তিনি সাধারনত মূল্যায়ন করেন না। এদের সম্মান তাঁর নিকট কোন ঈমানী বিষয় নয়। তাদের মান সম্মান, ইজ্জত কোনটিই তার নিকট দেখার বিষয় নয়। তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলেই ভাল। আর তার মতের বিরোধী হলেই তার অধিনস্থদের চাকুরীচ্যুতি করতে ও সে দ্বিধাবোধ করে না। ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত দাওয়াত এর এটি বড় একটি কুফল। ফলে সে দাওয়াত এক সময় বিলীন হয়ে যায়।

৫. আমানতের অপব্যবহারঃ ব্যক্তিগত দাওয়াত প্রদানকারী যেহেতু কোন তানজীম মানেন না। তাই অনেক সময় আমানতের অপব্যবহার তার মধ্যে দেখা যায়। আমানতের উপর নজর দারী যাতে না হয় সে জন্য ও অনেকে ব্যক্তিগত দাওয়াতের পথকে বেছে নেন বলে অনেক দাওয়াহ বিজ্ঞানী মনে করেন।

খ. সাংগঠনিক দা'ওয়াতঃ

সাংগঠনিক দাওয়াত এর অর্থ হল কোন সংস্থা, সমিতি বা সংগঠন দল কর্তৃক আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দেয়া এটাকে জামা'আতী দা'ওয়াত ও বলা হয়। যে সংস্থা বা সংগঠন নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য, পরিকল্পনা বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে। সে সকল কর্মসূচী সাধারণ জনগোষ্ঠীকে উদ্দিষ্ট করেও হতে পারে, যেমন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও হতে পারে, যেমন রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী ইত্যাদি। অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন শ্রেণী বিশেষকে উদ্দিষ্ট করেও হতে পারে যেমন শ্রমিক সংস্থা বা সংগঠন ছাত্র সংগঠন শিক্ষক সমিতি বণিক সমিতি ইত্যাদি।

সাংগঠনিক দাওয়াত প্রসঙ্গে দলীল হলোঃ

আল কুরআনের দলীলঃ

দলবদ্ধ হয়ে দাওয়াতী কাজ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে।

১. আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই সফলকাম।" এখানে উম্মাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[১৫৪] যার অর্থ সমষ্টি তথা দল।

২. আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য ভাল হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।"[১৫৫] এখানে উম্মাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৩. আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.

"তারা যদি চুক্তি করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে আর তোমাদের দীনের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, তাহলে কাফিরদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর, শপথ ব'লে কোন জিনিস তাদের কাছে নেই, (কাজেই শক্তি প্রয়োগ কর) যাতে তারা (শয়তানী কার্যকলাপ থেকে) নিবৃত্ত হয়।"

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ.

"আল্লাহ বললেন– 'আমি তোমার ভ্রাতার মাধ্যমে তোমার হাতকে শক্তিশালী করব এবং তোমাদেরকে প্রমাণপঞ্জি দান করব, যার ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতেই পারবে না। আমার নিদর্শন বলে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী থাকবে।"[১৫৬]

এখানে ভাইয়ের দ্বারা বাহু শক্তিশালী করা এবং অনুসারীসহ সকলে বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে সাংগঠনিক শক্তির কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

"আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১৫৭]

১৫৪.সূরা আল ইমরান: ১০৪।
১৫৫. সূরা আল ইমরান: ১১০।
১৫৬.সূরা কাসাস:৩৫।
১৫৭. সূরা আল ইমরান: ১০৩।

www.waytojannah.com

৬. সূরা ইয়াসীনে আসহাবুল ক্বারইয়া তথা এক জনপল্লীর দাওয়াতের প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা যায়, আল্লাহ পাক প্রথমে দুজন দাঈ পাঠান, তারপর তাদের সাহায্যে তৃতীয় আরেকজনকে পাঠান। এভাবে সেখানে সাংগঠনিক দাওয়াতের উদ্ভব হয়।[১৫৮]

হাদীসের দলীলঃ

১. জামা'আতবদ্ধ লোকদের সাথে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য বিরাজ করে।[১৫৯]

অতএব, জামাতবদ্ধতা বা সংগঠিত হওয়া ছাড়া ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে, ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে, ইসলামী দাওয়াতকে বিশ্বময় তুলে ধরতে হলে সাংগঠনিক উদ্যোগের বিকল্প নেই।

সাংগঠনিক দাওয়াতের সুফলঃ

মানব সমাজে এ ধরনের দা'ওয়াতী কর্ম তৎপরতার বহু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর তা বিভিন্ন কারণেঃ

(১) বাতিল তথা ইসলাম বিরোধী শক্তির দৌরাত্ম্য ও ফেৎনা ফাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে তাদের মাঝে পরস্পরে সহযোগী হওয়ার মনোবৃত্তি আরো জোরদার হয়েছে। সেখানে দা'ঈর ব্যক্তিগত উদ্যোগ খুব কমই প্রভাবশালী হতে পারে কিংবা টিকে থাকতে পারে।

(২) দা'ওয়াতকৃত জনতার মাঝে বিভিন্ন এবং রকমারি বিরোধী কাজের উপস্থিতি। যা শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোকাবিলা সম্ভব নয়।

(৩) ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিকল্পনা বৃহৎ এবং তাদের অপকর্ম সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত।

দা'ওয়াতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা, গবেষণা এবং দা'ঈদেরকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই সম্মিলিত উদ্যোগ তথা সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

(৪) সাংগঠনিক দা'ওয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) বিভিন্ন রকম ফেৎনা, আগ্রাসন এবং দুঃখ-কষ্টে তথা নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে টিকে থাকার জন্য সমষ্টিগত দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(৬) এতে বিরোধী শক্তির মাঝে যেমন ভীতি বিরাজ করবে, তেমনি এ ধরনের দা'ওয়াতে দা'ঈদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

(৭) শৃংখলা বোধ সৃষ্টি হবে এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলো দ্রুত কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

(৮) ঐক্য সৃষ্টি হবে ও দৃঢ় হবে। কারণ তখন দা'ওয়াতী কাজ একই ধারায় পরিচালিত হবে। লক্ষ্য গত বা পদ্ধতিগত বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে না।

---

১৫৮. সূরা ইয়াসিনঃ ১৩-১৭।
১৫৯. সুনানে তিরমিযী প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

সাংগঠনিক দাওয়াতের কুফলঃ

১. লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াঃ সাংগঠন দাওয়াতের বিশেষ একটি মাধ্যম মাত্র। অনেক সময় কর্মীরা দাওয়াতের লক্ষ ভুলে গিয়ে সংগঠনকেই মৌলিক দাওয়াত হিসাবে গ্রহন করে। ফলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এখানে বেশী।

২. অন্ধ অনুসরণঃ সংগঠন এর কারণে অন্ধ অনুসরণ এর পথ উম্মুক্ত হয়। প্রায় প্রতিটি সংগঠনের কর্মীরা স্ব স্ব সংগঠনের নেতা ও আমীর এর কথা যাচাই বাছাই বিহীন গ্রহন করেন। ফলে অন্ধ অনুসরণ এর পথ সুগম হয়।

৩. হক প্রত্যাখ্যাতঃ হক যদি সংগঠনের ইস্যুর বিরুদ্ধে হয়ে থাকে তাহলে সাধারণত সেই হক গ্রহন করা হয় না।

৪. সম্মানহানীঃ সংগঠন করা জায়েয। অন্য মুসলিম কে ভালবাসা ফরজ। সম্মানহানী না করা ফরজ। সংগঠনের জায়েয হুকুম জারী করতে গিয়ে অনেক কর্মীরা তার অপর ইসলামী সংগঠনের কর্মী ও সাধারণ মুসলিমকে যথাযথ সম্মান দেয়া হয় না।

৫. তাক্বওয়াহীনতাঃ এখানে অনেক সময় তাক্ওয়ার উপর তাকওয়াহীনতা প্রাধান্য দেওয়া হয়। অধিক তাকওয়াবান ব্যক্তির উপর নিম্ন তাকওয়াবান ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৬. মুক্ত জ্ঞান চর্চার অন্তরালঃ প্রায় সংগঠন এর কর্মীরা স্বীয় দলের নির্ধারিত সিলেবাস এর বই ছাড়া অন্য কোন বই ও হাদীছ কুরআন পড়তে চান না। ফলে কর্মীদের মধ্যে একঘেয়েমী মনভাব সৃষ্টি হয় এবং মুক্ত জ্ঞান চর্চা থেকে বঞ্চিত হন।

৭. উর্ধতন নেতার মন সন্তুষ্টিঃ নেতার আনুগত্য শর্তসাপেক্ষে ইসলামে অনুমোদিত। কর্মীরা সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করবে। কিন্তু অনেক সময় কর্মীরা উর্ধতন নেতারই সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে থাকে।

৮. আমিত্বভাবঃ নেতা কর্মী সবাই আল্লাহর বান্দা। দাওয়াত একটি ইবাদত। উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিলের জন্যে এ ইবাদত পালন করবে। পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রে উর্ধতন নেতাদের মধ্যে আমিত্বভাবে দেখা যায়। তাদের সন্তুষ্টির জন্যে নানা ধরনের শ্লোগান ও শেখানো হয়। আমীর বা নেতাগণ ও ঐসব কামনা করেন। তিনি নিজেই বিরাট কিছু মনে করেন।

৯. সাধারণ মুসলিম বঞ্চিতঃ ইসলামী সংগঠনের কাজই হলো ইসলাম ও মুসলিম এর উন্নতী লাভ। অথচ বাস্তবতায় দেখা যাবে যে কোন বিপদ ও দুর্যোগ অবস্থায় সংগঠন প্রিয় ব্যক্তিরা অসহায়, দুর্যোগগ্রস্থ সাধারণ মুসলিম কে বঞ্চিত করে স্বীয় দলের কর্মী ও নেতাদেরকে সহযোগিতা করেন। ফলে আধুনিক সাংগঠনিক যুগে সাধারণ বিপথগ্রস্থ মুসলিমরা একান্তই অসহায় ও বঞ্চিত।

১০. সন্ত্রাস সৃষ্টিঃ সংগঠন থেকেই সাধারণ সন্ত্রাসবাদ এর সূচনা হয়ে থাকে। হল দখল, চাঁদাবাজী, গাড়ী ভাংচুর, হরতাল, অবরোধ, এমন কি অস্ত্রবাহী ও নির্মম হত্যা কান্ড দলীয় কর্মীদের দ্বারা হয়ে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এগুলো সন্ত্রাসী কর্মকান্ড।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ইসলামী দাওয়াহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ। এটি নি:সন্দেহে একটি কঠিন ইবাদত। কারণ, দাওয়াতের ক্ষেত্রে একজন দাঈর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে এমন একটি অবস্থার পরিবর্তন করা, যা সে পছন্দ করে না। এ পর্যায়ে তার কাজের এমন এক ক্ষেত্র রয়েছে, যে ক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে তার সকল কাজের সূচনা করতে হবে। প্রয়োজনে দাওয়াহ বিজ্ঞানের সকল কৌশল নিয়ে নিজেকে তাতে নিয়োজিত করতে হবে। সে ক্ষেত্রটি হল মানুষের মন, আর মানুষের মন যুক্তি দ্বারা অবদমিত হয় কিংবা সিক্ত হয়। কিন্তু উদ্দীপ্ত হয় না। এই উদ্দীপ্ত করার জন্যে প্রয়োজন হৃদয়ে উত্তেজনা বা আবেগময় আন্দোলন সৃষ্টি করা। যা সেই ব্যক্তিটির ইচ্ছা শক্তিকে দাওয়াত গ্রহণ করার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। এটা যদি একাকী সহজ হয় তাহলে একাকী করা যাবে। আর যদি সাংগঠনিকভাবে করলে ভাল হয় তাহলে ও জায়েজ রয়েছে। তবে অবশ্য ব্যক্তিগত ও দলীয় দাওয়াতের ক্ষতিকর দিক থেকে দাঈকে সর্বদা নিরাপদ থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামী দাওয়াহ বুঝার ও সেই অনুযায়ী কাজ করার তাওফীক দিন। আমীন!

মাওলানা মো. আবু তাহের রচিত প্রকাশনী সমগ্রী

বইয়ের নাম	মুল্য
মুসলিম আকীদা	১০/=
আল কুরআনের আলোকে আধুনিক আবরী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি	৩০০/=
মহা উপদেশ- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ	৬৫/=
মুসলিম কি (অনুবাদ)?	৪০/-
কারাগার নয় ঈমানী পরীক্ষা	৪০/=
তোমার রব কে?	২০/=
সোনামণিদের ইসলাম শিক্ষা	১৬/=
সালাত ও সহীহ দু'আ শিক্ষা	৪০/=
ইসলামে বাইআত	১০/=

www.waytojannah.com

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

এডুকেশন সেন্টার সিলেট

পশ্চিম সুবিদবাজার, সিলেট।

মোবাঃ ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫

E-mail: ecs.sylhet@gmail.com

www.waytojannah.com